অথ অশুদ্ধ শোধনং।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।।
২	২০	এতদভয়ের।	এতদুভয়ের।
৩	১১	দঃসহ।	দুঃসহ।
—	—	মনস্থাপে।	মনস্তাপে।
৪	৫	সুন্দরী নিমন্ত্রিত ব্যক্তি।	নিমন্ত্রিত ব্যক্তি।
—	—	প্রভৃতি কুলকামিণীরা।	প্রভৃতি সুন্দরী কুলকামিণীরা।
৮	১	রোশালাইলকে।	রোশালাইনকে।
—	২১	সন্মথবর্ত্তী।	সন্মুখবর্ত্তী।
১০	১২	ঐ সভ্যার।	ঐ সভার।
১১	৫	গমন করিলেন।	গমন করিবেন।
—	২১	অনুগত হইয়াছে।	অনুগত হইয়াছি।
১৩	১৮	সতাস্থা।	সভাস্থ।
১৪	১৩	হতশ্বাস।	হতাশ্বাস।
—	২১	নিগত।	নির্গত
১৫	২	অমি।	আমি।
১৬	১৫	মধপানে।	মধুপানে।
১৭	৭	অতিকারতা।	অতিকাতরা।
—	১২	অবরোধে।	অববোধে।
১৮	১৫	আভায বুঝ।	আভাষ বুঝি।

অথ অশুদ্ধ শোধনং ।

৫৩	৬	উভয়ে জর্জ্জরি-	উভয়াকে জর্জ্জরি-
—	—	তাঙ্গ ;	তাঙ্গ ।
[illegible]	—	প্রাণপ্রতিমা ।	প্রাণ প্রতিম ।
৬৯	৯	বিস্তৃত :	বিস্তৃত ,
৭৪	৯	হদে প্রনাস্ত ।	হস্তে প্রদান ।
৮[illegible]	১৯	প্রয় পতি ।	প্রিয় পতি ।
৮৯	১৮	বিশ্ময়ান্বি ।	বিস্ময়ান্বিত ।

অনুষ্ঠান।

অধুনা বহু সংখ্যক ইংরাজী গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক প্রকাশ হওয়াতে কলিকাতা মহানগরস্থ এবং অন্যান্য স্থানস্থ যে মহাশয়গণ দেশীয় সাধুভাষার সর্ব্বদা আলোচনা এবং অভিনিবেশন করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ অনেকাংশ ব্যক্তি যাঁহারা প্রচলিত ইংলণ্ডীয় ভাষা জ্ঞাত নহেন, তত্তাবতের জ্ঞানোপার্জ্জনের উত্তম উপায় হইয়াছে তাঁহারা ইংরাজী ভাষা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত থাকিয়াও অনায়াসে উক্ত গ্রন্থ সমুদায়ের অর্থ এবং ভাব গ্রহণ করতঃ প্রশংসিতরূপে সুশিক্ষিত এবং পারদর্শী হইতেছেন। অধিকন্তু তদ্দ্বারা ভিন্নং দেশীয় রীতি নীতি ব্যবহার ও নানা মনোরম্য ইতিহাস সকল অবগত হওয়াতে তাহাদিগের অন্তঃকরণ জ্ঞান আলোকে পরিপূর্ণ হইতেছে। কিন্তু তন্মধ্যে যাঁহারা সেক্সপিয়ার কৃত সুললিত নাটক গ্রন্থের রসপূর্ণ উপাখ্যান সকলের ভাব এবং তদ্রসস্বাদন গ্রহণেচ্ছুক তাঁহারা উক্ত গ্রন্থের কোন উপাখ্যান বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত না হওয়াতে

অত্যন্ত দঃখিত থাকিতে পারেন। অতএব উক্ত মহাশয়দিগের মনোনুরঞ্জনের নিমিত্তে কথিত নাটক গ্রন্থের সংগৃহীত লেম্বসক্রুত উপাখ্যানের ইংরাজী যে গ্রন্থ আছে তাহা হইতে এক অতি অপূর্ব্ব মনোহর ইতিহাস বঙ্গীয় সাধু ভাষায় অনুবাদ পুরঃসর গদ্য চ্ছন্দে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইল। পরন্তু যদি উক্ত গুণগ্রাহি মহাশয়েরা অনুবাদের দোষ সমস্ত বর্জ্জন করত কেবল গুণ গ্রহণ পূর্ব্বক এতদ্গ্রন্থের রসাভাষ পঠনে আনন্দবোধ করিয়া এই পুস্তক গ্রহণে স্বীকৃত হয়েন তবে ঐ নাটক গ্রন্থের অন্যং চিত্ত রঞ্জন ইতিহাস যাহা আছে তাহাও ক্রমশঃ সাধু ভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক প্রকাশ হইবে। ইতি।

সেক্সপিয়ার।

রোমিও এবং জুলিএটের মনোহর উপাখ্যান।

বেরোনা নামক এক প্রসিদ্ধ নগরে বহু সংখ্যক ব্যক্তির বসতি ছিল। তত্তাবতের পরস্পর ঐক্যতা থাকাতে সকলেই পরম সুখে এবং নিরাপদে কাল যাপন করিত। তন্মধ্যে কেপিউলেট এবং মণ্টেগ নামে দুই প্রধান পরিবার সর্ব্বাপেক্ষা অতি ধনবান ও খ্যাত্যাপন্ন ছিল। ঐ উভয় পরিবারের মধ্যে একটা অতি প্রাচীন বিবাদ প্রযুক্ত তাহাদিগের বংশাবলিক্রমে এমত এক গুরুতর চিত্তভেদ এবং দ্বেষাদ্বেষি ছিল যে তাহারা কস্মিনকালেও পরস্পর কেহ কাহারো মুখাবলোকন করিত না। যদি ঐ পরিবারদ্বয়ের কোন পরিবারস্থ কোন পরিজনের অথবা ভৃত্যের বিপক্ষ পরিবারস্থ কোন পরিজনের কিম্বা ভৃত্যের সহিত রাজপথে দৈবাৎ সাক্ষাৎ হইত তবে তাহারা বিনা কলহ বিবাদ এবং কখন বা পরস্পরের রক্ত দর্শন না করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিত না। এই রূপ কেপিউলেট এবং মণ্টেগ দিগের বিসম্বাদ প্রযুক্ত বেরোনার রাজমার্গে সর্ব্বদাই এমত জনরব

এবং কলহ উপস্থিত হইত যে তজ্জন্য ঐ নগরস্থ ব্যক্তিদিগের তন্মধ্যবর্ত্তী হইয়া গমনাগমনের নিতান্ত ব্যাঘাত জনক হওয়াতে তাহারা অতি উত্ত্যক্ত হইয়া ছিল।

কেপিউলেট বংশের যিনি গৃহস্বামী তিনি অতি প্রাচীন ছিলেন। তাঁহার সন্তান সন্ততিঃ এবং উক্ত রাধিকারিণী কেবল জুলিএট নাম্নী এক অবিবাহিতা পরম লাবণ্যবতী তনয়া ছিলেন। সেই সর্ব্বগুণ গুণবতী নবযৌবনা জুলিএট অবিবাহ প্রযুক্ত চিত্ত বিরহে পরিতাপিনী হইয়া কাল হরণ করিতেন। আপন মনোদুঃখ কাহাকেও প্রকাশ করিতেন না। মণ্টেগ বংশের যিনি প্রধান পুরুষ তিনিও অতি বৃদ্ধ ছিলেন। তাঁহার সন্তানের মধ্যে কেবল রোমিও নামক সর্ব্বগুণে গুণবান মনোহর রূপবান এক পুত্র ছিল। রোমিও অতি ধীর সুশীল শান্ত মূর্ত্তি যুবা পুরুষ ছিলেন। কিন্তু অবিবাহাবস্থা প্রযুক্ত তরুণ বয়সে কামশরে আহত হইয়া কিঞ্চিৎ লজ্জাতি স্বভাবান্বিত ছিলেন। দৈবযোগে এক দিবস ঐ নগর বাসি কোন এক ব্যক্তির রোশালাইন নাম্নী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী এক মনোহর কন্যার ও রোমিও এতদুভয়ের চক্ষুশ্চতুষ্টয় একত্র হইল। তদীয় নিরুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে মণ্টেগ তনয় রোমিও মদন বাণে আহত

হইলেন। কিন্তু সেই কামিনী রোমিওকে নয়ন গোচ
র করিবা মাত্র অতি সলজ্জিতা হইয়া তাঁহার অগোচরী
ভূতা হইল।

রোসালাইন দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে রোমিও
তদীয় দর্শন বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ্বাস হইয়া দীর্ঘ
নিশ্বাস পরিত্যাগ করত এবং বেদনায় অতিশয় ব্যা
কুল হইলেন। পরে রোমিও ঐ রমণীর পুনঃদর্শন
হেতু বহুপ্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু
সে কামিনীর তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ অনাদর প্রযুক্ত তাঁ-
হার সহিত সন্দর্শন বিষয়ে অসম্মতা হওয়াতে তিনি
দিনং অন্তঃকরণে সন্তাপিত প্রযুক্ত অতি অধীর হইয়া,
শাস্ত্রচিন্তা সদালাপ ও আবশ্যক স্নান ভোজনাদি
ক্রিয়া সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাকী নির্জ্জনে বিষণ্ণ
মনা হইয়া কাল হরণ করিতে লাগিলেন। দিবস
যামিনী কেবল সেই চিত্তচোরা রমণীর অপরূপ রূপ
লাবণ্য হৃদয়ে ভাবিয়া মনঃ প্রাণ চরিতার্থ করেন:
কোন ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ করেন না। কেবল
কিরূপে ঐ কামিনীর সহিত পুনর্ব্বার সন্দর্শন হয়,
সর্ব্বদা এই চিন্তা ব্যতীত তাঁহার মনে অন্য চিন্তা ছিল
না। এইরূপে মণ্টেগ তনয় কিয়ৎকাল অবস্থান ক-
রেন পরে এক দিবস রাত্রিকালে ঐ বৃদ্ধ কেপিউলেট
পতি কোন কার্য্যোপলক্ষে মণ্টেগ পরিবার ভিন্ন

॥ ৪ ॥

বেরোনা নগরস্থ আর২ সমস্ত সভ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এবং পূর্ব্বোক্ত রোশালাইন প্রভৃতি নগরস্থ যাবদীয় সুন্দরী যুবতী কুলবালাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। অনন্তর যামিনীর উপস্থিতি সময়ে কেপিউলেটদিগের ভবনে যাবদীয় সুন্দরী নিমন্ত্রিত ব্যক্তি এবং ঐ রোশালাইন প্রভৃতি সুন্দরীরা ক্রমে২ উপস্থিতা হইলেন। বৃদ্ধ কেপিউলেট তাবৎ সকলকে বহু সমাদর পূর্ব্বক নানাবিধ উপাদেয় উপযোগ প্রদান করণানন্তর সভামধ্যে উপযুক্তাসনে উপবেশন করাইলেন।

এস্থানে রোমিও এই নিমন্ত্রণের সবিশেষ শ্রুত হইয়া মনেং চিন্তা করিতে লাগিলেন যে রোশালাইনের সহিত আমার পুনঃসন্দর্শন হওনের এই এক বিলক্ষণ উপায় আছে কিন্তু আমি কেপিউলেটদিগের ভবনে কি প্রকারে গমন করিব। কারণ তাহাদিগের সহিত আমাদিগের যেরূপ অসূয়া কি জানি তথায় গমন করিলে কোন বিপদ উপস্থিত হয়। এরূপ চিন্তানন্তর রোমিও হতাশয়ে এককালীন নিরাশ হইয়া অতিশয় উদাস্যযুক্ত হইলেন। এমত সময়ে তাঁহার বন্ধুদ্বয় বেনবোলিয় এবং মরকুইসিয় তাঁহার সহিত সন্দর্শনার্থে অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া মিত্রের এরূপ ভাবান্তর দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহার মনের ভাব কিছুই অনুভব করিতে না পারিয়া পরি-

শেষ তাঁহাকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সখে অদ্য তোমার এত দূর ঔদাস্য ভাব কি নিমিত্তে দে- খিতেছি কারণ কি আমাদিগের নিকট প্রকাশ করি- য়া কহ." তখন রোমিও স্বীয় অন্তরস্থ অভিপ্রায় প্রিয় [illegible]দিগের সাক্ষাতে সকল অবিরল করিয়া কহিলেন. এ কালে ঐ বেনবোলিয় রোমিওকে ক্ষান্ত করণার্থ উ- পদেশ দ্বারা অশেষ প্রকার হিত বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি সে সকল উপদেশ বাক্য প্রবোধ না করিয়া বরং পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক উচ্চাটিত মনা হইলেন. তদ্দৃষ্টে বেনবোলিয় বিবেচনা করি লেন যে রোমিও উপদেশ কথায় কোন প্রকারে শান্ত- না হইবার সম্ভাবনা নহে; তখন তিনি তাঁহাকে এই রূপ আশ্বাস দিয়া কহিতে লাগিলেন। "সখে তোমার প্রেয়সীকে দেখিবার কারণ যদি তুমি এতাদৃশ ব্যগ্র হই- য়া থাক তবে তাহার নিমিত্তে এত ঔদাস্য এবং চিন্তা- ন্বিত হইবার প্রয়োজন কি, চল এইক্ষণে আমি তো- মাকে ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক এমত কৌশলে কেপিউ লেট্‌দিগের ভবনে লইয়া গমন করিব, যে তাহাকে তাহাদিগের কেহ তোমাকে কোন ক্রমে নির্দ্দিষ্ট করি- তে পারিবেক না অথচ তুমি অনায়াসে তোমার লো- চনানন্দ দায়িনী কামিনীকে তথায় দৃষ্টি করত আপন চিরবাঞ্ছিত মনোরথ সম্পন্ন করিবে। অধিকন্তু বেরোনা

যামিনী সমস্ত পরম লাবণ্যবতী যুবতী কামিনীগণ
তথায় একত্র স্থিতা হইয়াছে তাহাদিগেরও সহিত
তোমার নয়নের সঙ্গতি হইলে তোমার লোচন দ্বয়
সার্থক হইবে অপরন্তু সেই সকল এমত মনো-
হারিণী কামিনী যে তাহাদিগকে দর্শন করিলে তো-
মার চিত্ত [illegible] রোজলাইনের প্রতি অবশ্য তোমার
ঘৃণা জন্মাইবে। রোমিও বেনবোলিয়োর এই কথা
শ্রবণ করিয়া কোনক্রমেই বিশ্বাস করিলেন না
যে অন্য কামিনীকে দেখিয়া রোজলাইনের প্রতি ঘৃণা
জন্মাইবে, কিন্তু স্বীয় প্রিয়তমা প্রাণেশ্বরী দর্শনার্থ
পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যগ্রতা চিত্ত হইয়া প্রিয় বন্ধু বেন
বোলিয়োকে পুনঃ২ বিনয় বাক্যে কহিতে লাগিলেন,
"হে সখে যদি তুমি অদ্য যামিনীতে আমাকে সেই
লোচনানন্দ দায়িনী কামিনীকে দেখাইতে পার
তবে তুমি কর্তৃক আমি নিশ্চয় যাবজ্জীবন ক্রীত হইব
অতএব হে সখা তত্তৎ কর্ম্মে বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে;
কারণ বিলম্বে কোন কর্ম্ম সফল হয় না, শীঘ্র চল
প্রিয়ার রূপ দর্শন করিয়া লোচন দ্বয়কে পবিত্র করি।"
বেনবোলিয় রোমিওর এতাদৃশ্য ব্যগ্রতা দেখিয়া তৎক্ষ-
ণাৎ প্রিয় বয়স্যকে বিহার যোগ্য বেশ ভূষায় সমাধান
পূর্ব্বক তদীয় মুখ চন্দ্রিমা এক অতি মনোনীত মুখস্
দ্বারা আচ্ছাদন করত বেনবোলিয় স্বয়ং এবং মরকুই-

লিয় তিনিও আপনাপন বদন যুগলে আচ্ছাদন করণা-
নন্তর রোমিওকে সমভিব্যাহারি করিয়া কেপিউলেট
দিগের ভবনে অতিহর্ষ মানসে গমন করিলেন। অবি-
লম্বে তথায় উত্তীর্ণ হইবা মাত্র বৃদ্ধ কেপিউলেট পতি
তাঁহাদিগকে অতি ভদ্র দেখিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তি জানি-
য়া সমাদর পূর্ব্বক সভা মধ্যে উপযুক্তাসনে উপবে-
শন করাইলেন। তদনন্তর সভাস্থ অন্যান্য সকলে
পরস্পর নানা প্রকার [illegible] নিমগ্ন হইলা
কিন্তু মণ্টেগ তনয় রোমিও সেই সকল কামিনী মণ্ডলী
মধ্যে স্বীয় লোচনানন্দ দায়িনী রোসালাইনকে দেখি-
বার নিমিত্তে চঞ্চল নয়নে সভার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ
করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ঐ সকল সুরূপা কামিনীর মধ্যে যিনি২ নৃত্য-
গীতে অতি নৈপুণ্যা ছিলেন তাঁহারা ঐ বৃদ্ধ কেপিউ-
লেট পতির অনুরোধে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সানন্দলসিত
নৃত্যগীত দ্বারা সভাস্থ সকল এবং শ্রোতৃদিগের চিত্ত
রঞ্জন করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে দৈবাৎ ঐ
নর্ত্তকীদিগের মধ্যে রোসালাইন অপেক্ষা এক সর্ব্বাঙ্গ
সুন্দরী মনোমোহিনী কামিনী রোমিওর দৃষ্টি পথে
পতিতা হইবা মাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ মোহিত হইয়া
মদন বাণে আহত হইলেন। ফলতঃ তিনি ঐ চিত্ত
হর রূপ দর্শনে বিচিত্র প্রায় হইয়া স্বীয় মনোহারিণী

রোশালাইণ্ডকে এক কালীন বিস্মরণ পূর্ব্বক ঐ চিত্ত হরা কন্যার নানাবিধ প্রশংসা করত আত্ম মনে কহিতে লাগিলেন যে মরি এই কন্যারকি চমৎকার মনুষ্য মনোহর রূপ লাবণ্য, এতাদৃশী অপরূপ রূপবতী কখন আমার নয়নে লক্ষিত হয় নাই। বুঝি বিধাতা পুরুষ নিধনার্থে এতাদৃশ চিত্ত হর রূপ [illegible] সৃজন করিয়াছেন। এতাদৃশী রূপবতী কন্যা এক পৃথিবীর মধ্যে [illegible] এই কন্যা যেন সৌদামিনী সম, ইহার রূপ এই সকল প্রজ্বলিত দীপাপেক্ষাও উজ্জ্বল বোধ হইতেছে রোমিও আত্ম মনে ইত্যাকার ঐ কন্যার নানা গুণানুবাদ করিতেছিলেন ইতিমধ্যে উক্ত বৃদ্ধ কেপিউলেট পতির এক জন ভ্রাতুষ্পুত্র টাইবল্ট নামক ঐ সভাস্থ ছিলেন। দৈবাৎ রোমিওর বাক্যের শব্দ তাঁহার শ্রবণ বিবরে প্রবেশ মাত্রেই তাহাকে ছদ্মবেশ ধারী মন্টেগ তনয় রোমিও বোধ করিয়া অতি ক্রোধ ভরে কম্পিত কলেবর লোহিত লোচন লপন করত তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া নানাবিধ কটূক্তি দ্বারা ভর্ৎসনা করণানন্তর কহিতে লাগিলেন, ওরে দুরাত্মা মন্টেগ বংশোদ্ভব তুই কি দাম্ভিকতা প্রযুক্ত এরূপ ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক আমাদিগের সভাতে আসিয়াছিস্। তোর কি প্রাণে কিঞ্চিন্মাত্র অপমানের ভয় নাই, যেহেতুক আমা-

দিগের কুল কন্যাগণের প্রতি অবলোকন করত আ-
পন অহঙ্কার ও অধ্যবসায় প্রযুক্ত এতাদৃশ পরিহাস
দ্বারা বিদ্রূপ করিল, যাহাহউক উহার প্রতি ক্ষমা
তোমাকে এক্ষণে অবশ্য প্রদান করিতে হইবে কহিয়া
টি ইবেল্ট যে স্বাভাবিক অতি বলবান এবং সাতিশয়
ক্রোধান্ধ হইয়া রোমিওর প্রাণ বিনাশে উদ্যুক্ত হই-
লেন তাহা দেখিয়া তাহার [illegible] ঐ বৃদ্ধ
কাপিউলেট পতি তৎক্ষণাৎ তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া
তাহাকে ধারণ পূর্ব্বক নিষেধ করিয়া নানা প্রকার প্রবো-
ধ বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন, যে রোমিও স্বভাবতঃ
অতিনম্র সুশীল সুধী পুরুষ এবং বেরোনার সমস্ত
লোকেতেই উহার প্রশংসা করিয়া থাকে। বিশেষতঃ
উনি এক্ষণে নিমন্ত্রণোপলক্ষে আমারদিগের বাটীতে
আসিয়াছেন, অতএব আশ্রয়াগত ব্যক্তির অপমান
করা অকর্ত্তব্য। যাহাহউক এইবার তুমি উহাকে আমা-
র অনুরোধে ক্ষমা কর। টাইবেল্ট স্বীয় পিতৃব্য কৃত
এতাদৃশ প্রবোধ বচন দ্বারা বশীভূত হইয়া তদমান্য
বিষয়ে অক্ষমতা হেতু সুতরাং ক্ষান্ত হইলেন কিন্তু
তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আমি এইবার মহাশ-
য়ের বাক্যানুরোধে রোমিওকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু
যদি পুনর্ব্বার উহার এতদ্রূপ কুব্যবহার দেখি তবে
তদণ্ডেই অবশ্য আমার স্থানে যথোচিত প্রতিফল

প্রাপ্ত হইবে। টাইবেল্ট এইরূপ অঙ্গীকার পূর্ব্বক নিরস্ত হইয়া সভা মধ্যে পুনর্ব্বার উপবিষ্ট হইলেন। এবং রোমিও ও অতিশয় অপমানগ্রস্ত হইয়া নিস্তব্ধে রহিলেন।

অনন্তর প্রায় দ্বিতীয় প্রহর যামিনী অন্তে ঐ সকল নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত দ্বারা অতিক্লান্তা হইয়া সভাস্থ ব্যক্তিদিগের [illegible] এবং পুরস্কৃত সভা মধ্যে, উপবিষ্টা হইলেন এবং কিয়ৎকাল বিশ্রামে গত ক্লান্তা হইয়া তাঁহারা এবং সভাস্থ অন্যান্য ব্যক্তি সকল ক্রমশঃ স্বস্থানে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রোমিও সেই মনোহারিণী কামিনীকে দেখিয়া পর্য্যন্ত তদীয় সমাগম বাঞ্ছিত হইয়া অত্যন্ত ঔদাস্য চিত্তে ঐ সভার এক পার্শ্ব দেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া ঐ কামিনীর প্রতি [illegible] উৎসুক চাতক তুল্য একান্ত চিত্তে দৃষ্টিপাত করত মনে২ ঈদৃশ চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে এই সুন্দরী কামিনী কাহার নন্দিনী, কি প্রকারেই বা আমি উহার স্থানে পরিচয় গ্রহণ করিব। এবং এই অমূল্য স্ত্রী রত্ন উপলব্ধ কারণ কি উপায় করি. এতাদৃশ উদ্বেগমনা রমণার্থী পরিণামে এই স্থির করিলেন। যাহা হউক যৎকালীন এই সুন্দরী নিজালয়ে গমন করিবে আমিও সেই সুযোগে কামিনীর পরিচয় গ্রহণানন্তর স্বীয়

এই অনুগত ব্যক্তির প্রতি সদয় হইয়া প্রেম সুধা দানে প্রাণ দান কর।

তখন কেপিউলেট নন্দিনী নবীন যৌবনী চির বিরহিনী মদন পীড়ায় পরিতাপিনী ছিলেন রোমিওর নিরুপম রূপ দর্শন মাত্রেই হৃদীয় প্রেম শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া মনের তাহাকে পতিত্ব রূপে বরণ করিলেন পরে যুবতী নাগরের প্রতি রসাভাষ ছলে কহিতে লাগিলেন। ওহে রূপবান উদাসীন প্রবীণ সন্ন্যাসী আমি তোমার সন্ন্যাসীর কোন চিহ্ন দেখি নাই। যেহেতু সন্ন্যাসী সকলে রসনায় পরমেশ্বরের ভজনা পরমেশ্বরের সাধনা করেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য সাংসারিক বিষয়াভিলাষী হন না। তবে যে তুমি কি প্রকারে আমার স্থানে এমত অনুচিত যাচ্ঞা করিতেছ। এইরূপ উভয়ের নানা বাক্য কৌশল দ্বারা সুচতুর রোমিও ইঙ্গিতে কামিনীর অভিপ্রায় বুঝিয়া তখন স্বীয় যথার্থ পরিচয় প্রদানানন্তর তদীয় পরিচয় গ্রহণে বাঞ্ছিত হইলেন। এমত সময়ে ঐ রূপবতীর জননী যিনি কেপিউলেট পতির গৃহিণী ঐ সভাস্থা ছিলেন গৃহ গমনার্থ স্বীয় পুত্রিকাকে আহ্বান করিবা মাত্র কামিনী মাতৃসংবাদক বাক্যে মর্ম্মান্তিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মাতৃ সহ স্বস্থানে গমনে বাধ্য হইলেন। তখন কামিনী প্রেম ধামের সহিত স্বীয় মনঃ প্রাণ পরিবর্ত্তন করণানন্তর

বিরস বদনে মাতৃসদনে গমন করিলেন। [illegible]
নয়না সতৃষ্ণ নয়নে রোমিওর প্রতি পশ্চাৎ [illegible]
পাত করণ পূর্ব্বক ক্রমেং রোমিওর দৃষ্টিপথের বহি-
র্ভূতা হইলেন। কিন্তু তৎকালীন জুলিএটের [illegible]
আশঙ্কা এক [illegible] উপস্থিত হইয়াছে [illegible]
করিতে লাগিলেন যে হায় পূর্ব্বে তথ্যানুসন্ধান না
করিয়া বিনা বিবেচনায় আমার পিতৃবৈরি মন্টেগ
তনয়কে প্রাণ মন কেন সমর্পণ করিলাম। [illegible]
অজ্ঞানের ন্যায় কর্ম্ম করিয়াছি। যেহেতু [illegible]
তদীয় সমাগম বিষয়ে কখন সম্মত হইবেন না [illegible]
এব তদ্বিরহানলে মদীয় জীবন যৌবন আহুতি [illegible]
প্রদান করিব। যাহা হউক আমিও এই প্রতিজ্ঞা
করিলাম যে প্রাণ সত্ত্বে আমি রোমিও ভিন্ন অন্য
কাহাকেও স্বামিত্ব রূপে বরণ করিব না [illegible]
ইহাতে আমার প্রাণ যায় তাহাতেও আমি [illegible]
আছি। জুলিএট অভীষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে এইরূপ
সন্দিগ্ধ ভাবিতেং বিষাদ সমুদ্রে নিমগ্না হইয়া নিদ্রা
গারে উপনীতা হইলেন।

কেপিউলেট সুতা দৃষ্টি পথের বহির্ভূতা হইয়া
গমন করিলে পর মন্টেগ নন্দন চতুর্দ্দিক [illegible]
করতঃ বিচিত্ত প্রায় হইয়া বিশেষত ঐ [illegible]
পরিচয় প্রাপ্ত হইবার কারণ অতিশয় ব্যগ্র হইলেন।

কিন্তু যখন বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা তিনি জানিলেন যে ঐ চিত্তহরা কন্যা সামান্যা নহে, তাঁহারদিগের বিদ্বেষী কেপিউলেট বংশ দুহিতা উহার নাম জুলিএট। তখন তিনি তদীয় সম্মিলন বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ্বাস হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ বিরহ বেদনায় অতিশয় অধৈর্য্য হইয়া মনে২ পরিতাপ করিতে লাগিলেন। যে ঐ চিত্তহরা কামিনী আমারদিগের যিনি পরম দ্বেষ্টা কেপিউলেট পতি তাঁহার নন্দিনী, ইহা পূর্ব্বে কেন না জানিয়া উন্মত্ত প্রায় তৎপ্রণয় বাসনায় তাহাকে আমি স্বীয় প্রাণ মন কেন বা সমর্পণ করিলাম। যেহেতুক এ কন্যা মম হস্তগত হইবার অতি দুর্গম. ইহা ভাবিয়া রোমিও তল্লাভ বিষয়ে নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া চিত্রকরের পুত্তলির ন্যায় সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। এবং দ্বিতীয় বাক্য নিঃসরণে অপারক হইলেন।

বেন্‌বালিও এবং মরকুটশিও উভয়ে তাঁহার ঈদৃগ্‌ভাবান্তর দৃষ্টি করতঃ অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। পরে তাঁহাকে নানা প্রকার আশ্বাস জনক বাক্যে কিঞ্চিৎ শান্ত্বনা করণানন্তর সমভিব্যাহারি করিয়া স্বালয়ে গমনার্থে কেপিউলেটদিগের বাটী হইতে নির্গত হইলেন। কিন্তু রোমিও পথিমধ্যে যাইতে২ তাঁহার মনের মধ্যে এমত এক চিন্তা উপ-

চিন্তা হইল যে কেপিউলেটের ভবনে জুলিএটের নিকট প্রাণ ন্যস্ত করিয়া আমি কি প্রকারে গৃহে গমন করি। এবং তথায় গমনেই বা নয়নে কি রূপ দর্শন করিব। কারণ জুলিএট ব্যতীত আমার পৃথিবী শূন্য। অতএব প্রাণ পণ করিয়া আমি সেই সুলোচনা কামিনীর সমাগম বিষয়ে চেষ্টা করিয়া দেখিব, নতুবা এ বৃথা জীবন ধারণে কি ফল, অবশ্য তাঁহার উদ্দেশে কলেবর পরিত্যাগ করিব। উক্ত প্রতিজ্ঞানন্তর সবেগ তনয় বন্ধু দ্বয়ের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া সন্নিহিত কোন নির্জ্জন স্থানে গোপন হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া বেনবোলিও এবং মর্কুসিও দেখিলেন যে রোমিও তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তখন তাঁহারা অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ দ্বারা কোথাও তাঁহাকে সন্দর্শন না পাওয়াতে পরিশেষে চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইয়া স্ব২ গৃহে গমন করিলেন।

এখানে রোমিও দেখিলেন যে বন্ধুদ্বয় সে স্থান অতীত হইয়া গমন করিলেন। তখন তিনি জুলিএটের অন্বেষণার্থে কেপিউলেটদিগের বাটীর নিকট পুনর্ব্বার গমন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে এক্ষণে কি উপায় করি, কি রূপে প্রেয়সীর পুনঃ সন্দর্শন লাভ করিব। তৎপার্শ্ববর্ত্তী এক সুরম্য মনোহর

উদ্যান দৃষ্টি করিয়া স্থির করিলেন যে এই উদ্যান সন্নিহিত যে অট্টালিকা পুরী দেখিতেছি বুঝি এক অবশ্য কেপিউলেট নন্দিনীর বাসাগার হবে তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ এই কাননের মধ্যে অবস্থান করিলে নিশ্চয় প্রেয়সীর সন্দর্শন পাইব। ইহা মনেং নিশ্চয় করিয়া [illegible] ঐ কাননের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করতঃ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশ মাত্রেই রোমিও উদ্যানের চমৎকার শোভা দর্শনে মোহিত হইলেন। তরুগণ অভিনব পল্লব ফল কুসুম সমূহে সুশোভিত হইয়াছে। নানা জাতি পক্ষিগণ কল রব করিতেছে। ঋতুরাজের প্রধান সেনা পিক গণ বৃক্ষের উচ্চ শাখারূঢ় হইয়া কুহুং রব করত বিরহী জনার তাপিত হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। এবং ষট্‌পদেরা মধু গন্ধ আমোদে মুগ্ধ হইয়া প্রস্ফুটিত কুসুমোপরি মধু পানে মত্ততা পূর্ব্বক গুণং স্বরে গান করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। তাহে নির্ম্মল চন্দ্র কিরণে কানন পরম রমনীয় হইয়াছে। বিশেষতঃ সুগন্ধি পুষ্প সুগন্ধ মন্দং সমীরণে সঞ্চালিত হইয়া কানন আমোদিত করিয়াছে। এই প্রকার কাননের মনোহর শোভা দর্শনে রোমিওর বিরহ দগ্ধ হৃদয় তাহা সুশীতল হওয়া দূরে থাকুক বরং চতুর্গুণে দগ্ধ হইবাতে মণ্টেগ তনয় অনঙ্গ পীড়ায় অতি-

শয় অধৈর্য্য হইলেন। পরে আরামের ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া কোথাও স্বচ্ছন্দতা না পাওয়াতে পরিশেষে বিরামার্থে এক বৃক্ষের নিম্ন শাখারূঢ় হইয়া ঐ কামিনীর নিরূপম রূপ হৃদয়ে ভাবিয়া সভয় চিত্তে তদুপরি শর্ব্বরী জাগরণ করিতে লাগিলেন।

এস্থলে কেপিউলেট তনয়া জুলিএট রোমিওর বিচ্ছেদে অতিকাতরা তদ্বিরহ জন্য বহুবিধ বিলাপানন্তর স্বীয় শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ মাত্রেই শয়নাগার কারাগার স্বরূপ বোধ দ্বারা বিরহানলের শিখা দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইবাতে সবিস্ময় চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন। বুঝি এ বিরহানল শয়নে শীতল হইবে। এমত অববোধে যুবতী পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিলেন কিন্তু ক্ষণ কাল বিলম্বে ঐ পর্য্যঙ্ক কামিনীর কোমল অঙ্গে কণ্টক স্বরূপ বিদ্ধ হইবা মাত্র ধনী আতঙ্কিতা হইয়া শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ শয়নাগারের যে এক গবাক্ষ দ্বার ঐ উদ্যানের দিগে ছিল তাহার দ্বার মোচন করণানন্তর তদুপরি ব্যস্ত চিত্তের সুস্থার্থে উপবিষ্টা হইলেন। জুলিএট তথায় উপবিষ্টা হইবা মাত্র তাঁহার উপমা রহিত রূপের জ্যোতির্বিদ্যুতের ন্যায় ঐ উপবন মধ্যে প্রবেশ করিল। তদ্দৃষ্টে রোমিও যামিনীর প্রত্যুষ সময়ে দিনমণি উদিত জানিয়া নয়নোন্মীলন করিয়া পূর্ব্ব

দিগে দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র দৈবাৎ ঐ গবাক্ষোপরি স্বীয় প্রিয় কামিনীকে দর্শন করিয়া মনের সে ভ্রম দূর হওয়াতে দেখিলেন যে প্রিয় কামিনীর কলঙ্ক রহিত রূপ শশীর কিরণাপেক্ষাও নির্ম্মল, সেই দীপ্তি-তেই এই কানন উজ্জ্বল করিয়াছে। তখন রোমিও স্বীয় মনোমোহিনী রমণীর সন্দর্শন লাভে আপনাকে চরিতার্থ মানিয়া আনন্দ প্রবাহে নিমগ্ন হইয়া মনে২ ভাবনা করিতে লাগিলেন যে আমি এই উদ্যানের মধ্যে আছি তাহা কি রূপে জুলিএটকে সহসা প্রকাশ করিব। দেখি পূর্ব্বে রমণীর আভাস বুঝি পশ্চাৎ যেমত বুঝিব সেইরূপ করিব। কি জানি ব্যস্ত হইলে পাছে সমস্ত নষ্ট হয়। এমত বিবেচনায় রোমিও ক্ষুব্ধ আশ্বাসে লুব্ধ হইয়া কামিনীর অভিপ্রায় জানিতে নিস্তব্ধ রহিলেন।

কিন্তু কেপিউলেট দুহিতা রোমিওর অদর্শনে অতি খেদান্বিতা হইয়া স্বীয় কর কমল কপোল দেশে প্রদানানন্তর ঘন২ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোমিওকে তথায় নিশ্চয় অদৃশ্য জানিয়া তাঁহার প্রতি যুবতী অতি খেদ পূর্ব্বক নানা ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন। "ওহে আমার চিত্তচোর রোমিও তুমি সাক্ষাৎ মাত্রেই আমার চিত্ত হরণ করিয়া কোথায় প্রস্থান পূর্ব্বক কেমনে নিশ্চিন্তা রহিয়াছ।

আসিয়া দেখ আমি তব বিরহে যে রূপ কাতরা হই-
য়াছি। যেহেতু তব সমাগম বিষয়ে আমি নিতান্ত
হতাশা হইয়া জীবনের আশা একেবারেই পরি-
ত্যাগ পূর্ব্বক কামদেব সমীপে এ নব যৌবন উৎসর্গ
স্বরূপ নিজ প্রাণ উপস্থাপন করিতেছি। হায় তুমি
কেমন নিষ্ঠুর নির্দ্দয় পুরুষ দয়ার লেশমাত্র কি এক্ষণ
কর্ত্তা তোমার শরীরে সৃজন করেন নাই। অথবা
কি কহিব তুমি কেনই বা কেপিউলেটদিগের শত্রু
মান্টেগ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। আর কেনই
বা রোমিও নাম গ্রহণ করিয়া ভুবনে সর্ব্বত্র বিখ্যাত
হইয়াছ। দেখ সেই ভাবনায় তব বিরহাগুণ হুতা-
শন রূপ প্রবল বায়ু সংযোগে দ্বিগুণ প্রজ্বলিত
হইয়া আমার জীবন যৌবন দগ্ধ করিতেছে। কেননা
তব সমাগম বিষয়ে পিতা কখনই সম্মত হইবেন না।
সে যাহা হউক এক্ষণে যদি তুমি মম প্রেমানুরোধে
তোমার রোমিও নাম অন্য কোন নামে পরিবর্ত্তন
করিতে পার তবে বুঝি উভয়ের পরিণয়ের সম্ভাবনা
হইতে পারে"। জুলিএট এবম্ভূত বিবিধ কাতরোক্তি
প্রকাশানন্তর বারম্বার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে
লাগিলেন।

মান্টেগ কুমার তরু শাখারূঢ় থাকিয়া প্রিয়তমার
এই সকল প্রণয়রসাভিষিক্ত মৃদু মধুর ভঙ্গিত বাক্য

শাহুরে শ্রবণেন্দ্রিয় সফল বোধ করিয়া তাহাতে প্রত্যু- ত্তর প্রদানে উদ্যত হইলেন। কিন্তু প্রিয় কামিনীর সুধাবিনিঃসৃত উক্ত প্রকার আর অধিক শ্রবণাশয়ে তদ্বি- ষয়ে কিঞ্চিৎকাল নিরস্ত হইয়া রহিলেন। পরে জুলি- এট ঐ রূপ প্রতি যোগে মণ্টেগ পুত্রকে পুনঃ২ তৎ সংবাদ করিয়া তদ্বিরহ জন্য নম্রভাবে বিলাপ করিবাতে তখন রোমিও আর অধিক কাল ধৈর্য্যাবলম্বনে অক্ষম হইয়া প্রত্যুত্তর করিয়া কহিলেন। "শুন হে চন্দ্রাননে যদি আমার রোমিও নাম তোমার এতই অপ্রিয় এবং বিরক্ত জনক হইয়া থাকে তবে তব মনঃপ্রীত জনক দ্বিতীয় নাম তোমার ইচ্ছা হয় আমাকে প্রদান কর আমি তন্নাম গ্রহণে স্বীকৃত আছি।"

জুলিএট সে রজনী যোগে অকস্মাৎ উপবন মধ্যে মনুষ্যের বাক্যের ধ্বনি শ্রবণ মাত্র অতিশয় শঙ্কা যুক্তা হইয়া এতৎ দৃষ্টিতে উদ্যানের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন কিন্তু চক্ষু গোচর পথে কিছুই পতিত না হওয়াতে কামিনী গুরুতর ভয়ে কম্পমানা হইলেন। তখন রোমিও স্বীয় প্রিয় রমণীকে এতা- দৃশ ভয় যুক্তা দেখিয়া তদাশঙ্কা নিবারণার্থে পুনর্ব্বার পূর্ব্ব প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। দেখ যদিও তদীয় বাক্য জুলিএটের কর্ণ কুহরে বহুতর বার প্রবিষ্ট হয়

হই তথাপি প্রেমি ব্যক্তির শ্রবণ শক্তি এমত চমৎকার যে দ্বিতীয়বার রোমিওর বাক্যের ধ্বনি জুলিএটের শ্রবণ পথে প্রবেশ মাত্রেই তিনি নিশ্চয় জানিলেন যে তাহার প্রিয় রোমিও সেই উদ্যানের মধ্যে আছেন। তখন কেপিউলেট সুতা অতি লজ্জিতা হইয়া মনে২ বিবেচনা করিতে লাগিলেন! যে নায়কের সহিত প্রণয় করণের পূর্ব্বে কুল কামিনীগণের রূপ ব্যবহার করিতে হয় অর্থাৎ নায়কের নিকট নায়িকার প্রথমতঃ অস্বীকার প্রকাশানন্তর নানা প্রকার ছল কৌশলে নায়কের মন আক্রমণ করতঃ প্রেম করা উচিত কারণ নায়িকার অসম্মতিতে নায়কের দ্বিগুণ আকিঞ্চন বৃদ্ধি হয়। কিন্তু সে সকল প্রেম পরিচ্ছেদ আমার বিপরীত হইয়াছে। যেহেতুক রোমিওর প্রতি আমার যে রূপ প্রেমাশক্ততা এবং তজ্জন্য যে রূপ কাতরতা তাহা যখন আমি আপন মুখে ব্যক্ত করিয়াছি এবং তিনিও তাহা প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া সমুদয় স্বকর্ণে শ্রুত হইয়াছেন তখন সে সকল প্রেম প্রসঙ্গ এক কালীন সাঙ্গ হইয়াছে। যাহা হউক এক্ষণে তাহার উপায় কি। যেহেতুক যাহা একবার মুখ হইতে নিঃশরণ হইয়াছে তাহা পুনর্ব্বার বিকার যোগ্য কোন প্রকারেই হয় না। কেপিউলেট দুহিতা এই সকল চিন্তা করিতে২ অন্তঃকরণে

অধিক লজ্জার উদয় হইবাতে তদীয় মুখার বিন্দু বিন্দুং স্বেদাক্ত হইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ রক্তিমাবর্ণের আভা প্রকাশ হওয়াতে কামিনীর মুখ শশীর এক অতি অপূর্ব্ব শোভা হইল। কিন্তু নিশিকালে প্রযুক্ত মণ্টেগ তনয়ের দৃষ্টি ক্রমে তাহা দৃষ্টি গোচর হইল না। পরে জুলিএট ক্ষণকাল বিলম্বে সলজ্জতা হইয়া রোমিওর মনঃ পরীক্ষার্থে প্রিয় নাথকে প্রিয় বাক্যে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিতে লাগিলেন "কে ও কাননের মধ্যে তুমি কি রোমিও। তুমি কি অসীম সাহসে নির্ভর করতঃ প্রাণের আশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কি প্রকারে এ রূপ বেশে এ দুর্গম স্থানে আগমন করিলে। আর কেবা তোমাকে এ স্থানে আগমনের উপদেশ দিল। কেননা এ অতি নির্জ্জন স্থান তাহে রাত্রি কাল এবং তুমি যে এখানে আগমন পূর্ব্বক এ রূপ গোপন ভাবে রহিয়াছ যদি ইহা আমারদিগের কেপি-উলেট বংশের কেহ অনুসন্ধান পায় তবে তদ্দণ্ডেই তোমাকে বিনাশ করিবে। অতএব ওহে প্রবীণ প্রেম উদাসীন শীঘ্র আপন রক্ষার উপায় চিন্তা কর"।

তখন রোমিও প্রিয়তমা জুলিএটের বাক্যে প্রত্যুত্তর করিয়া কহিতে লাগিলেন "শুন হে লাবণ্যবতী কুরঙ্গী নয়নে তুমি কাহাকে এ সকল ভয় দর্শন করা

এতদ্রূপ তুষ্ট জনক সুধা সংমিশ্রিত বচনে পরিতোষ মন প্রীত পাইয়া আমোদে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর উভয়ে এইরূপ প্রেমালাপের দ্বারা পরস্পর মনঃ প্রাণ পরিতৃপ্ত করিতেছিলেন। এমত সময়ে জুলিএটের এক ধাত্রী ঐ কক্ষ দ্বারের সমীপ দেশে শয়ন করিত। রোমিওর সহিত জুলিএটের যে সকল প্রেমালাপের শব্দ হইতেছিল তাহার কিছুই জানিতে ছিল না, নিদ্রা ভঙ্গে জুলিএটকে শয্যায় না দেখিয়া তাঁহাকে অন্বেষণার্থে জুলিএট শব্দ ব্যবহারের স্বর করিলে আর জুলিএট ধাত্রী নিকট সে শব্দ যেমন কি ভাল ব্যক্ত হয় সেই আশঙ্কা প্রযুক্ত তৎক্ষণাৎ রোমিও নিকট গমন পূর্ব্বক মিথ্যা বাক্যে কহিলেন অদ্য রজনীতে নৃত্য করিয়া প্রত্যাগমনাবধি আমার অতিশয় শ্রান্তি বোধ হইয়াছে। অতএব উদ্যান সমীপবর্ত্তি গবাক্ষ দ্বার দেশে বিশ্রামার্থ আছি, কলেবর কিঞ্চিৎ সুস্নিগ্ধ হইলে পরে শয়ন করিব এক্ষণে তথায় গমন কর। জুলিএট এই মিথ্যা বাক্যে ধাত্রীর প্রতীত জন্মাইয়া স্বীয় হৃদয় নাথের সমীপে পুনরাগমন পূর্ব্বক পূর্ব্ব মত প্রেমালাপে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে ধাত্রী জুলিএটকে পুনর্ব্বার পুত্রী সম্বোধনে আহ্বান করিলে জুলিএট অতিত্বরায় ধাত্রী সমীপে গমনানন্তর পুনশ্চ প্রপঞ্চক বাক্য দ্বারা

তাঁহাকে শান্তনা করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় কান্তের নিকট আগমন করিলেন। ক্ষণ কাল বিলম্বে ধাত্রী পুনর্ব্বার জুলিএটকে শয়নার্থে ডাকিল। কিন্তু জুলিএট এক্ষে নব প্রেমের প্রণয়িনী হওয়াতে তাঁহার মনঃ পক্ষি রোমিওর প্রণয় জালে বদ্ধ হওয়াতে ধাত্রী বাক্যে পুনঃ২ গমন করেন বটে কিন্তু কি সাধ্য প্রিয় নাথ অদর্শনে বহু কাল তথায় স্থির হইতে পারেন না। মনেং সন্দেহ কি জানি প্রাণনাথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সে স্থান হইতে যদি প্রস্থান করেন। এইরূপ বারম্বার গমনাগমন করিতেং পরিশেষে নিশা শেষ দেখিয়া পরস্পর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সে স্থান হইতে গমন জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখন জুলিএট অতি বিমর্ষ চিত্তে বিরস বদনে প্রিয় নাথ সম্ভাষিয়া কহিতে লাগিলেন। হেং প্রাণনাথ পূর্ব্ব দিকে দিবা নাথ প্রায় উদিত হইল আর এস্থলে এরূপাবস্থায় অধিক কাল অবস্থান করায় কেবল বিপদ সম্ভাবনা মাত্র। অতএব এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান করহ কল্য প্রাতঃকালে শুভ বিবাহের শুভক্ষণ এবং উপযুক্ত স্থান নিরূপণ করিয়া তোমার সমীপে দূতী প্রেরণ করিব। এবং তুমি বিবেচনা মতে আপন অন্তঃকরণ অভিপ্রায় তদ্দারা আমাকে জ্ঞাত করাইলে পর আমি তদনুরূপ করিব। এতদ্রূপ হৃদয়ঙ্গম বাক্যে জুলিএট হৃদয়

নাথের দুর্ব্বোধ করণানন্তর আপনি অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়া হইয়া অত্যল্প রজনী থাকিতে শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। রোমিও জুলিএটের অদর্শনে উদ্যান তন্ময় দৃষ্টি করতঃ অতিবিষণ্ণ মনে তথা হইতে বহির্গত হইলেন। রাজ পথে যাইতেং ঔদাস্য চিত্তে এমত চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে জুলিএটের সহিত কি রূপে কাহার দ্বারা পরিণীত হইয়া স্বীয় মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিব। এবং এমত আমার আত্মীয় সুহৃদ্বন্ধু কে আছে যে তাহার নিকট এই তিরোহিত বিষয় অবিরল করিয়া তাহার উপদেশে জুলিএট রত্ন লাভ করি ইহা ভাবিতেং হটাৎ স্মরণ হইল যে এই সমীপবর্ত্তি স্থানে লারেন্স নামক একজন প্রসিদ্ধ ঋত্বিক বাস করেন। তিনি আমারদিগের এবং কেপিউলেট বংশের পরম হিতকারি ব্যক্তি বটে। বিশেষতঃ তিনি আমাকে অতিশয় স্নেহ করেন। তাঁহার সদনে যাইয়া হৃদয়ের গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিলে তিনি ইহার অবশ্য সদুপায় করিতে পারিবেন। রোমিও মনেং এতদ্রূপ স্থির ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ লারেন্সের আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

লারেন্স অতি প্রত্যূষ সময়ে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপণানন্তর স্বীয় নিত্য পরমার্থ উপাসনায় নিযুক্ত ছিলেন। রোমিওকে দৃষ্টি মাত্রেই বিবেচনা

করিলেন যে রোমিও অতিশিষ্ট শান্ত এবং সুশিক্ষিত-মান্ যুবা পুরুষ বটে কিন্তু তরুণাবস্থা প্রযুক্ত লম্পট স্বভাবের অনুগত হইয়া রোশালাইনের উপর অতি-রিক্ত আশক্ত আছেন বুঝি সেই অনুরোধে গত নিশিতে স্বীয় গৃহে অবস্থান না করিয়া তদীয় মন্দিরে শর্ব্বরী যাপনানন্তর এক্ষণে স্বীয় ভবনে প্রত্যাগমন করিতেছেন। নতুবা এত প্রত্যূষে এ স্থানে কি নিমিত্ত আসিবেন। যাহা হউক বাঞ্ছা জিজ্ঞাসা করিলে অবশ্য ব্যক্ত করিয়া কহিবেন। ইহা ভাবিয়া ঋত্বিক রোমিওকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তুমি এত প্রাতঃ-কালে কোথা হইতে প্রত্যাগমন করিতেছ, বুঝি গত রজনীতে স্বীয় গৃহে অবস্থিতি কর নাই। মণ্টেগ নন্দন সেই সুযোগে যে রূপে কেপিউলেট নন্দিনী জুলিএটকে দৃষ্ট মাত্র মোহিত হইয়া তদাশক্ত হেন যদ্রূপে তিনি পূর্ব্বোক্ত উদ্যানে নিশি যাপন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত যাদৃশ কথোপকথন স্থির হইয়াছিল তাহার আদ্যন্ত সমস্ত অবিরল করিয়া লারেন্সকে কহিলেন এবং তৎসমাগমের সদুপায়ের উপদেশ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন। লারেন্স রোমি-ওর এই অভিনব প্রণয়ের সঞ্চার শ্রুত মাত্র অত্যা-শ্চর্য্য হইয়া কহিলেন। আমি পূর্ব্বে জানিতাম যে তুমি রোশালাইনের উপর আশক্ত ছিলে এবং তাহার

নিমিত্তেই আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাত্রি দিন সেই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে। কিন্তু এক্ষণে কেপিউলেট দুহিতে জুলিএটকে দৃষ্ট মাত্র সে ভাবে এককালীন ভাব শূন্য হইয়া তাহার প্রেমাধীন হইয়াছে। যাহা হউক যুবা ব্যক্তিদিগের প্রণয়ের কি চমৎকার রীতি। যেহেতুক তোমারদিগের প্রেম হৃদয়স্থ নহে কেবল নয়ন স্থ মাত্র। যখন যে রমণীকে অপূর্ব্ব দৃষ্টি কর তখন তাহারি উপর অনুরক্ত হইয়া তাহার প্রেম দাস হও।

রোমিও লারেন্সের এই বাক্যে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ সলজ্জিত হইলেন। পরে বিগত লজ্জ হইয়া বিনয় পূর্ব্বক লারেন্সকে নিবেদন করিয়া কহিলেন। যথার্থ পূর্ব্বে আমি রোশালাইনের উপর আশক্তা প্রযুক্ত উন্মত্ত প্রায় হইয়াছিলাম। তন্নিমিত্তে আপনি আমাকে অশেষ হিত বাক্যে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছিলেন। কিন্তু আমি তৎকালীন কামান্ধতা প্রযুক্ত তৎসম্মেলন আশয় হইতে ক্ষান্ত হইতে পারি নাই। কিন্তু এপর্য্যন্ত নানা মত চেষ্টা করিয়া দেখিলাম যে রোশালাইন কোন রূপে হস্তগতা হইবার নহে। সুতরাং সে রমণীকে আমি এককালীন অন্তর হইতে অন্তর করিয়া সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কেপিউলেট কুমারীর সহিত প্রাণ মনঃ পরিবর্ত্তন করণানন্তর তাহারি

প্রেমের নিতান্ত অনুগত হইয়াছি। ফলত আমি জুলিএটকে তদতিরিক্ত যাদৃশ মনঃ প্রাণ যৌবনার্পণ পূর্ব্বক স্নেহ করি, সে বিধুবদনী ও বিধুবদন নিঃসৃত মধু বাক্যে আমাকে বশীভূত করিয়াছে। অতএব জ্ঞানি আমার বিপদ কালের সুহৃদ বটে আমি তোমার স্মরণাগত হইলাম যে কোন প্রকার হউক কল্য সেই সুলোচনা কামিনীর সহিত আমার উদ্বাহ কর্ম্ম যাহাতে নির্ব্বাহ হয় এমত করিয়া আমার বিরহ পীড়া সমতা করুন নতুবা আমার জীবন তদ্বিরহে নিশ্চয় সংশয় হইবে।

লারেন্স ঐ নগরে বহু কালাবধি বাস করিতেন। নগরস্থ সকলেরি হিতকারি ব্যক্তি ছিলেন। সর্ব্বদা সকলের কুশল প্রার্থনা করিতেন। বিশেষতঃ তিনি মন্টেগ এবং কেপিউলেট বংশের পরম হিতৈষী ছিলেন। এবং ঐ উভয় বংশের যে বাদানুবাদ এবং চিত্তান্তর ছিল তাহার ভঞ্জনার্থ ইতঃপূর্ব্বে সাধ্যানুসারে যত্ন পূর্ব্বক অনেক চেষ্টা করিয়া তন্নিরাকরণে অসাধ্যতা হেতু পরিশেষে তদ্বিষয়ে নিবর্ত্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি রোমিওর এই প্রণয় বৃত্তান্ত শ্রবণে বিবেচনা করিলেন যে পূর্ব্বে আমি বহুতর পরিশ্রমেও কেপিউলেট এবং মন্টেগ বংশের ঐক্যতা করিতে পারি নাই কিন্তু এই উদ্বাহ নির্ব্বাহ হইলে পর ঐ

উভয় পরিবারে অনায়াসে মিলন হইতে পারিবে এমত সম্ভাবনা বটে। এমত বিবেচনার কারেন্স ভদ্রাশয় প্রযুক্ত এবং রোমিওর প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহানুরোধের কারণ রোমিওর এই প্রার্থিত বাসনা সম্পূর্ণ করণে স্বীকৃত হইয়া তাহাকে আশ্বাস জনক বাক্যে কহিলেন কিঞ্চিৎকাল সুস্থির হও তোমার এই শুভ কার্য্য যাহাতে শীঘ্র সম্পন্ন হয় আমি এতদ্দেশ চেষ্টা সাধ্যানুসারে করিব।

রোমিও বিশ্বস্ত স্থানে এ রূপ আশ্বাসিত হইয়া মনে২ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। কিন্তু তখন তাহার অন্তঃকরণে এমত উদ্বিগ্ন উপস্থিত হইল যে জুলিএট বিবাহের সময় স্থির করিয়া আমার নিকট অদ্য প্রত্যূষে দূতী পাঠাইবার গত রাত্রে অঙ্গীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমি কোন্ স্থানে অবস্থানকরিব তথায় দূতী পাঠাইলে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে এমত কোন স্থান নিরূপণ করিয়া কহি নাই। এবং আমি যে লারেন্সের আলয়ে আছি তাহা প্রেয়সী কি রূপে জানিবেন। যাহা হউক এই দ্বার দেশে দণ্ডায়মান থাকি যখন প্রিয়ার সহবর্ত্তিনী এই দ্বার বর্ত্তিনী হইয়া গমন করিবে তখন অবশ্য সাক্ষাৎ হইবে। এ রূপ নিশ্চয় জ্ঞানে রোমিও জুলিএটের সহবর্ত্তিনীর অপেক্ষায় তথায় অতিশয় উৎকণ্ঠিত চিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন।

॥ ৩৩ ॥

এ স্থানে কেপিউলেট নন্দিনী রোমিওর অদর্শনে অতি ব্যাকুলা হইয়া শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলে পর ক্ষণ কাল বিলম্বেই পূর্ব্ব দিগে ভাস্কর দেব জ্যোতির্ম্ময় শরীর বিস্তৃত করতঃ তন্ময় তমস্বিনী প্রভাতা করিলেন। তদ্দৃষ্টি মাত্র কামিনী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্বীয় সহচরীকে সমীপে ডাকিয়া তন্নিকট অভিনব গুপ্ত প্রণয় বৃত্তান্ত আদ্যন্ত ব্যক্ত করণানন্তর কহিলেন যে তুমি মন্টেগ নন্দন রোমিওর অনুসন্ধান করতঃ সাক্ষাৎ করিয়া তদীয় অভিপ্রায় আমাকে শীঘ্র অবগত করাও যে শুভ পরিণয়ের তিনি কি উপায় স্থির করিয়াছেন। আজ্ঞা মাত্র সহচরী রোমিওর উদ্দেশে বাটীর বহির্দ্দেশে নির্গত হইয়া লারেন্সের আশ্রমের সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া গমন করিল। ত্বরায় লারেন্সের নিবাসের সম্মুখে উপনীতা হইবা মাত্রেই রোমিওকে দৃষ্টি করতঃ তাঁহার নিকট জুলিএটের বার্ত্তা আবেদন করিল। রোমিও দূতী প্রমুখাৎ প্রাণ প্রেয়সীর অভিমত প্রাপ্ত মাত্র যেন মৃত দেহে পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইলেন। পরে তাহাকে সমভিব্যাহারিণী করিয়া লারেন্সের সমীপে গমন পূর্ব্বক তৎপরিচয় তাঁহাকে প্রদান করিলেন। লারেন্স অতি সমাদর পূর্ব্বক দূতীকে আপন সন্নিকর্ষে উপবেশন করাইয়া জুলিএটের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা

করিলেন। তাহাতে দূতী অতি হৃষ্টান্তঃকরণে কেপি-উলেট নন্দিনীর যে রূপ অভিপ্রায় তাঁহাকে অবগত করাইলে পর তিনি আদেশ করিলেন তুমি শীঘ্র যাইয়া কেপিউলেট কুমারীকে কহ যে এই স্থানে তিনি আগমন করিলে তাঁহার চিত্ত বাসনা সিদ্ধি হইবে। তখন জুলিএটের সহবর্ত্তিনী লারেন্সের স্থানে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অতি দ্রুতগতি করিয়া কেপিউলেট নন্দিনীর মন্দিরে উপনীতা হইল।

জুলিএট স্বীয় মন্দিরে দূতীকে রোমিওর অন্বেষণে প্রেরণ করণাবধি যেন হৃত মণি ফণীর ন্যায় গৃহ বহির্দ্দেশে গমনাগমন করতঃ সময় হরণ করিতেছিলেন। দূতীর প্রত্যাগমন দূরে দর্শনে অতি হৃষ্ট চিত্তে সমীপ বর্ত্তিনী হইয়া দূতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সখি আমার চিত্ত চোর রোমিওর সহিত তোমার কোথায় সাক্ষাৎ হইল এবং তিনি তোমাকে কি কথা কহিলেন। সেই সুখপ্রদ বার্ত্তা আমাকে শীঘ্র অবগত করাইয়া আমার চঞ্চল চিত্তকে সুস্থির কর। প্রেমোন্মাদিনীর এতদ্বাক্যাবগতা দূতী যে স্থানে যে রূপে রোমিওর সহিত সন্দর্শন করিয়াছিল, পরে লারেন্সের সহিত যে রূপ কথোপকথন হইয়াছিল তাহা সমস্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন. জুলিএট স্বীয় অভিলষিত বার্ত্তা প্রাপ্ত মাত্রেই পরমানন্দের সহিত

আলিঙ্গন প্রদান করতঃ অতি প্রফুল্লান্তঃক
ববােপযুক্ত বিচিত্র বস্ত্র অলঙ্কারাদি দ্
হইয়া মনোহর বেশ ধারণ পূর্ব্বক রো
করণার্থে শিবিকারোহণে প্রচ্ছন্ন ভাবে
ভবনে গমন করিলেন। শীঘ্র তথায় উ
মাত্র প্রথমতঃ প্রিয়নাথ রোমিওর সহিত স
কামিনী চিত্ত চোরের সহিত পুনর্
হইবা মাত্র উভয়ে চরিতার্থ হই
লারেন্স কেপিউলেট তনয়াকে দেখিবা মাত্র
করে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক সমীপ দেশে উপবি
লেন। এবং তাঁহারদিগের উভয়ে পরিণীত
অভিমত বুঝিয়া তখন লারেন্স অতি
হইয়া যথাবিধি পূর্ব্বক তৎশুভ কর্ম্ম শুভ
নানন্তর বর কন্যার ভবিষ্যৎ শুভ সৌভা
পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থিত হইলেন।
বিবাহিত বর কন্যা উভয়ে চির বাঞ্ছিত
পণের দ্বারা পরস্পর বিরহে তাপিত মনঃ
তৃপ্ত করণানন্তর উভয়ে পুনঃ মেলন
হইলেন। যে কি রূপে কোন স্থানে
হইবে। তাহাতে রোমিও সুবিচার্য্য
করণানন্তর প্রিয় কান্তাকে কহিলেন।

কাঙ্ক্ষিমত্ত হয় তবে আমি অদ্য রজনীতে সেই উপ বনে গমন পূর্ব্বক অবস্থান করিব এবং তুমি সেই গবাক্ষ দ্বার দেশে আসিয়া আমার তত্ত্ব করিলে উভয়ে অনায়াসে মিলিত হইব। জুলিএট ইহাতে স্বীয় সম্মতি প্রদানানন্তর অতি হর্ষ মন হইয়া হৃদয় নাথের স্থানে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

জুলিএট গমনান্তে রোমিও চিত্ত হরা অদর্শনে নিচেতন প্রায় হইলেন। ক্ষণকাল বিলম্বে চেতন প্রাপ্ত হইয়া রমণীর পুনঃ দর্শনার্থে যামিনীর প্রত্যাশানুগত হইয়া সময় হরণ করিতে লাগিলেন।

এ স্থানে কেপিউলেট নন্দিনী স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমনানন্তর স্বীয় কান্তের পুনঃ সন্দর্শন হেতু রজনীর প্রার্থনায় দিবাকর প্রতি পুনঃ২ নেত্র নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মনের চঞ্চলতা প্রযুক্ত দিবাকর অচল জ্ঞানে কামিনী অতিমাত্র চঞ্চলা হইয়া তাঁহাকে তখন কন্দর্পের এক প্রধান কিঙ্কর বোধে অনঙ্গ পীড়ায় দ্বিগুণ পীড়িতা হইলেন।

পরে সেই দিবস বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহরের সময়ে রোমিওর পূর্ব্বোক্ত বন্ধুদ্বয় বেনবোলিয় এবং মরকুইশিও উভয়ে একত্র হইয়া কোন বিশেষ কার্য্যান্তরে বেরোনার রাজপথ দিয়া গমন করিতেছিলেন। হটাৎ কেপিউলেট বংশের কতিপয় ব্যক্তির সহিত

সাক্ষাৎ হওয়াতে তদগ্রবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত রাগান্ধ টাইবেলট ছিল। সে মরকুইশিওকে দৃষ্ট মাত্র করিয়া অতি ক্রোধে কম্পিত কলেবর পূর্ব্বক তাঁহাকে যথোচিত কটু ভাষায় ভৎসনা করণানন্তর কহিল। তুই গত রাত্রিতে ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক মণ্টেগ নন্দন দুর্বৃত্ত রোমিওর সহিত আমারদিগের ভবনে গমন করিয়াছিলি সেই পামরের মিত্র আমি তোকে দৃষ্ট মাত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। যাহা হউক বুঝিলাম তুইও নিজে অতি নির্লজ্জ অধমাগ্রগণ্য ব্যক্তি নতুবা কেন এমত অধমের সহিত বন্ধুতা করিবি। মরকুইশিও তিনিও টাইবেলট অপেক্ষা অধিক ক্রোধী এবং বলবান্ ছিলেন সুতরাং দুষ্ট টাইবেলটের এই অসহ্য কুবচন এবং কুব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া তাহাকে পরুষ বাক্য প্রদানে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি করিলেন না ফলতঃ তিনিও তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন। তাহাতে দুষ্ট টাইবেলটের ক্রোধানল যেমন অনলে ঘৃত প্রদানে দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হয় তদ্রূপ প্রায় দগ্ধ হইবাতে উভয় ক্রমে ঘোরতর বিবাদোৎপত্তি হইল। তদৃষ্টি মাত্র বেনবোলিও তাহাদিগের উভয়কে শান্তনার্থে অতি যত্নবান্ হইলেন তথাপি উভয়ের কাহাকেও নিরস্ত করিতে পারিলেন না। কিন্তু ক্রমশঃ ঐ বিসম্বাদের সম্বাদ

শ্রবণে নগরবাসী লোক রাশি তন্নিকটস্থ হওয়াতে তথায় বিপরীত জনতা উপস্থিতা হইল এমত সময়ে রোমিও কোন প্রয়োজনোপলক্ষে ঐ রাজমার্গবর্ত্তী হইয়া গমন করিতেছিলেন। হটাৎ লোকারণ্য দর্শনে তত্তথ্যানুসন্ধানেচ্ছুক হইয়া তন্নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র বেনবোলিও এবং মরকুইশিও বন্ধুদ্বয়ের সহিত তথায় সন্দর্শন হইবাতে তিনি অতিমাত্র বিস্ময়ান্বিত হইলেন। এবং তাহারাও তিরোহিত বন্ধু রোমিওকে দর্শন করিয়া অতিশয় হর্ষযুক্ত হইলেন। কিন্তু তিনি যে গত রাত্রি তাঁহারদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন স্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন তাহার সবিশেষ তথ্যানুসন্ধান গ্রহণে তৎকালীন তদবস্থায় সুতরাং অশক্ত হইয়া সর্ব্বাগ্রে তাহাকে ঐ বিসম্বাদের বৃত্তান্ত আদ্যন্ত অবগত করাইলেন। দুষ্ট টাইবেলট রোমিওকে দৃষ্টি করিবা মাত্র তাহার পূর্ব্ব ক্রোধ প্রযুক্ত তাঁহাকেও যৎপর নাস্তি দুর্ব্বাক্য প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু রোমিও স্বাভাবিক অতি শান্ত সুধীর ব্যক্তি ছিলেন কস্যচিত্তের সহিত কখন বিসম্বাদ করিতেন না। বিশেষতঃ টাইবেলট তাঁহার প্রেয়সী জুলিএটের অতি প্রিয় পাত্র এবং আত্মীয় কুটুম্ব ছিলেন। তন্নিমিত্তে তাহার সহিত কোন বিরোধ উত্থাপন না হয় এমত মনস্থ করিয়া তাহার

এই কুবাক্যে কিঞ্চিন্মাত্র ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া এবং তজ্জন্য তাহাকে বিবিধ নীতি বাক্য বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু টাইবেল্টের স্বাভাবিক দুষ্ট প্রকৃতি ক্যাপুলেট বংশের দ্বেষ্টা রোমিওর এই নীতি বাক্যে শান্ত না হইয়া বরং তদ্দ্বারা তাহার ক্রোধানল দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবাতে সে ক্রোধান্ধ প্রায় স্বীয় শাণিত অসি ধারণ পূর্ব্বক তাহার পূর্ব্ব প্রতিযোগী মরকুইশিওর প্রাণ সংহারার্থে তাহার প্রতি আক্রমণ করিল; এবং তিনিও তৎক্ষণাৎ আপন খড়্গ নিষ্কোষ করতঃ টাইবেল্টের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। ইহা দেখি মাত্র রোমিও এবং বেনবোলিও কি জানি কোন বিপত্তি ঘটে সেই আশঙ্কা প্রযুক্ত তাহাদিগকে শান্তনা করণে সাধ্যানুসারে অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহারা তদ্দ্বারা কোন ক্রমে নিবারিত না হইয়া পরিশেষে পরস্পরে ঘোরতর অস্ত্র যুদ্ধারম্ভ হইল। অনন্তর ক্ষণ কালের মধ্যে মরকুইশিও টাইবেল্টের যুদ্ধে পরাভব হইয়া অচিরাৎ তাহার সাংঘাতিক খড়্গাঘাতে শমন সদনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তখন রোমিও দুরাত্মা টাইবেল্টের এতদ্রূপ নিষ্ঠুরতা এবং নির্দ্দয়তা দর্শনে আর অধিক ধৈর্য্যাবলম্বনে অক্ষম হইয়া অতি কোপতঃ তাহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে দুষ্ট টাইবে-

ল্‌ট আপন দুরদৃষ্ট বশতঃ অস্ত্র লইয়া রোমিওকে ওবিনাশের উপক্রম করিবা মাত্র তিনি আপন রক্ষার্থে তৎক্ষণাৎ স্বীয় অশি আঘাত দ্বারা টাইবেল্‌টকে শমন সমীপে প্রেরণ করণানন্তরসে স্থান হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক কথিত লারেন্সের আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময়ে নগরের মধ্য স্থলে অকস্মাৎ এমত বিষম ঘটনা উপস্থিত হইবাতে সুতরাং সেখানে বহু সংখ্যক ব্যক্তির জনতা হইল। এবং ঐ দুর্ঘটনার জনরব নগরে রটনা হইবাতে ক্ষণ কালের মধ্যে নগরবাসি সকলেই শ্রবণ করিলেন যে কেপিউলেট বংশোদ্ভব টাইবেল্‌ট মরকুইশিওকে হটাৎ রাজ পথিমধ্যে খড়্‌গাঘাতে হনন করিয়াছে এবং পরিশেষে সেও তর্জ্জনা মণ্টেগ তনয় রোমিও কর্ত্তৃক নিধন হইয়াছে। মণ্টেগ এবং কেপিউলেট পরিবারস্থ সকলে এই অশুভ সম্বাদ শ্রুত মাত্রেই মস্তকে বজ্রাঘাত সম আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। পরে উভয় বংশের গৃহ স্বামী স্বস্ব সহধর্ম্মিণীকে সমভি ব্যাহারিণী করিয়া অতিত্বরায় তথায় গমনার্থে নিঃশরণ হইলেন। অনতিগৌণে সে স্থানে উপনীত হইয়া উভয় বীরের মৃত কায়া মৃত্তিকায় পতিত দৃষ্টি করতঃ অতিশয় বিস্ময়ানিত এবং খেদানিত হইলেন। জুলিএটের জনক জননী টাইবেল্‌টের মৃত

কলেবর ধূলায় ধূষরিত দেখিয়া অপার শোক সিন্ধু সলিলে নিমগ্ন হইয়া বহুতর কাতরোক্তিতে বিলাপ করতঃ নয়ন জলে ধরাতল আর্দ্র করিলেন এবং ঐ মৃত মরকুইশিও বেরোনাধিপতির আত্মীয় এবং প্রিয়পাত্র ছিলেন অতঃপর তিনি শুনিলেন যে তাঁহার প্রিয় মরকুইশিও অদ্য কেপিউলেট এবং মণ্টেগ বংশের বিরোধে টাইবেল্ট কর্ত্তৃক নিধন হইয়াছেন। ইহা শ্রবণ মাত্রেই নৃপতি অত্যন্ত দুঃখিত এবং ক্রোধযুক্ত হইয়া এমত প্রতিজ্ঞা করিলেন যে কেপিউলেট এবং মণ্টেগদিগের বিসম্বাদ প্রযুক্ত আমার রাজ্যে সর্ব্বদা নানা উৎপাত ঘটিতে লাগিল। প্রতি দিন প্রতি ক্ষণে উহারদিগের বিরোধের বার্ত্তা প্রজাবর্গেরা আসিয়া আমার সমীপে আবেদন করে এবং তজ্জন্য আমার রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা সমুদয় বিনষ্ট হইল। অতএব এই হত্যাকারী অপরাধে যেং ব্যক্তি বিচারে সাপরাধী প্রমাণ হইবে আমি অদ্য তাহারদিগের উচিত দণ্ড প্রদান না করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিব না। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ভূপতি অতি সত্বর স্বীয় দল বল সমভিব্যাহারে লইয়া যে স্থানে ঐ বিষম ঘটনা ঘটিয়াছিল তথায় উপনীত হইলেন। এবং ঐ নিদারুণ হত্যা আপন নয়নে দৃষ্টি করতঃ নরপতি দুঃখিত হইলেন।

তত্রস্থ লোক প্রমুখাৎ ঐ হত্যার তদন্ত অবগত হইয়া ... কোপান্বিত হইলেন। পরে প্রথমতঃ ... ওকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তুমি এই নিষ্ঠুর ... নয়নে আদ্যন্ত সকল দৃষ্ট করিয়াছ। অত... হার সবিশেষ যাহা জান আমার সম্মুখে ... নিষ্কপটে ব্যক্ত করিয়া কহ।

... লী ও অতিধার্ম্মিক এবং সত্যবাদি ব্যক্তি ... ত্রায় অতিশয় চিন্তিত হইলেন। যে রাজ ... মিথ্যা সাক্ষি প্রদান করা বড় অধর্ম্ম এবং প্রিয় ... ের কোন ... মাত্র না হয় তাহাও ... শা কর্ত্তব্য। এই উভয় শঙ্কট ভাবিয়া ... ও বিষম শঙ্কটাপন্ন হইলেন। পরে তিনি ... করপুটে দণ্ডায়মান পূর্ব্বক অকপটে এম- ... ক্রমে যথার্থ সাক্ষ্য প্রদান করিলেন যে ... র্ব দিক রক্ষা করিলেন। ফলতঃ ভূপতির ... প্রতীত জন্মাইলেন যে স্বীয় প্রিয় বন্ধু রোমিও ... অপরাধে কোন প্রকারে অপরাধী নহে।

... কপিউলেট গৃহিণী জুলিএটের জননী স্বীয় ... ভিনব গোপন বিবাহের বার্ত্তা কিছুই না ... আপন জামাতা রোমিওর উচিত দণ্ড বিধা- ... প্রার্থনায় দণ্ডধরের সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া অঞ্জুলি ... বিনয় পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। মহারাজ

এই বেনবোলিও অতি মিথ্যা বাদি ব্যক্তি বিশেষতঃ নিজে মণ্টেগ বংশীয় এবং রোমিওর অতি আত্মীয় ও প্রিয় মিত্র। আপন বন্ধুর রক্ষার্থে পক্ষপাত করিয়া এমদম অযথার্থ সাক্ষ্য দিতেছে। অতএব হে মহারাজ আপনি বিচারপতি যথার্থ বিচার করুন এই মিথ্যা বাদির বাক্যে কদাচ কোন বিশ্বাস করিবেন না। ইহাতে মণ্টেগ গৃহিণী রোমিওর জননী স্বীয় প্রিয় পুত্রের পক্ষে স্বাপক্ষ হইয়া নৃপতির অগ্রে অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া অতি ব্যগ্রতা ভাবে বিনতি পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। মহারাজ আমার তনয় রোমিও অতি নির্দ্দোষী টাইবেলটকে হত্যা করাতে যদিও অতি গর্হিত কর্ম্ম বটে তথাপি বিচার মতে অপরাধী নহে। এবং তন্নিমিত্তে তাহাকে যে কোন দণ্ড দেওয়া শাস্ত্রে প্রমানুসারে উপযুক্ত হয় না। যেহেতুক দুষ্ট টাইবেলট যখন নিরপরাধী মরকুইশিওকে বিনা দোষে নষ্ট করিয়াছে তখন শাস্ত্র সম্মত অবশ্য তাহার প্রাণ দণ্ড করা উচিত ছিল। অতএব মহারাজ রোমিও টাইবেলটকে বিনষ্ট করাতে সে কোন মতে শাস্ত্র বিরুদ্ধাচরণ করে নাই। আপনি ধর্ম্মাবতার এবং বিচক্ষণ সদ্বিচারক সুবিচার করিয়া ধর্ম্ম প্রতিপালন করুন। যেন অন্যায় বিচারে আমার তনয় রোমিও নষ্ট না হয়। কিন্তু দণ্ডধর উভয় স্ত্রী গণের এই সকল

মিনাত এবং উপরোধ বাক্যে কিছু মাত্র প্রবিধান না করিয়া পরিশেষে অন্যান্য নিগূঢ় তথ্যানুসন্ধান দ্বারা রোমিও টাইবেল্‌টকে হত্যা করণাপরাধে সম্পূর্ণরূপে অপরাধ প্রামাণ্য হওয়াতে তাহার প্রাণ দণ্ড করণের আজ্ঞা প্রদান না করিয়া তাহাকে নগরান্তরী করণের আদেশ করিয়া কহিলেন যে যদি রোমিও কখন এই নগর মধ্যে পুনর্ব্বার প্রবেশ করে তবে তদ্দণ্ডেই তাহার প্রাণদণ্ড হইবেক। এই নিদারুণ আজ্ঞা প্রদানানন্তর ভূপতি স্বীয় দল বল সঙ্গে রাজ ভবনে পুনরাগমন করিলেন।

রোমিওর জনক এবং জনয়িত্রী উভয়ে এই নিষ্ঠুর রাজজ্ঞা শ্রবণ মাত্র বাক পথাতীত বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়া উচ্চৈঃশ্বরে রোদন করিতেং শোকে বিচেতন প্রায় হইলেন। ক্ষণকাল বিলম্বে কিঞ্চিৎ শোক সম্বরণানন্তর সজল নয়নে বিষণ্নমনা হওত স্বীয় ভবনে গমন করিলেন। গৃহে যাইয়া পুত্রে দেখিতে না পাইয়া তাহারদিগের অপার শোক সিন্ধু উত্থিত হইবাতে অধৈর্য্য প্রায় রোদন করতঃ বহুবিধ পরিতাপ করিতে লাগিলেন। হায় রোমিওরে তুমি টাইবেল্‌টকে বিনষ্ট করতঃ কোথায় পলায়ন পূর্ব্বক অস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছ। দেখ আমারদিগের শেষ দশা এই বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিতা এমত সময় রাজাজ্ঞায়

তোমাকে দেশান্তরে নিতান্ত গমন কা

হায় তোমার অদর্শনে আমারদিগের এ

প্রাণ ধারণ করা অতি সুকঠিন হইবে।

র এই সময়ে জন্মের মত আসিয়া এক

কর। ইত্যাকার বিবিধ শোক জনক

হার অন্বেষণার্থে ইতস্ততঃ দূত প্রেরণ

এখানে নব বিবাহিতা কেপিউলেট

প্রেমের নূতন গৃহীত ব্রত পতি সঙ্গে বি

ত্তে বিহার যোগ্য বস্ত্র অলঙ্কারাদিদ্বারা

সমাধান পূর্ব্বক তদুপযুক্ত প্রয়োজনীয়

সকল পরিপাটি রূপে প্রস্তুত করণানন্তর

সাথে কামিনী যামিনী অপেক্ষা করিয়া

দিবা হরণ করিতেছিলেন। ইত্যোমধ্যে

স্বীয় পতির হস্তে প্রিয় টাইবেল্টের নিধ

অপরাধে রাজাজ্ঞায় পতির নগরান্তরে বাস

দির সম্বাদ প্রাপ্তি মাত্রেই প্রথমতঃ প্রিয় ট

শোকে ব্যাকুলা হইয়া তদীয় নানা প্রস

স্মরণ মাত্র বহু বিলাপ পূর্ব্বক রোদন করত

পতি প্রতি অতি ক্রোধাবেশে অনেক ভৎ

লাগিলেন। কিন্তু দেখ কি আশ্চর্য্য টা

শোকাপেক্ষা কামিনীর প্রিয় পতির প্রতি

বলবৎ হইবাতে টাইবেল্টের মৃত্যু জন

শোক দুঃখ তখন সমুদায় এককালীন বিস্মরণ হইয়া তাহার মনে এমত এক অসীম আহ্লাদ জন্মাইল যে তিনি আপন শুভাদৃষ্টের প্রতি বহু সাধুবাদ দিয়া কহিতে লাগিলেন। যে আমার শুভাদৃষ্ট বশতঃ প্রাণনাথ দৈব বলে তৎকালীন টাইবেল্টের হস্তে সে বিষম শঙ্কটাপন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন নতুবা এতক্ষণে প্রাণ পতি বিরহে আমার কি রূপ দুর্গতি হইত। অনন্তর যখন তাঁহার হৃদয়ে এমত নিশ্চয় বোধ হইল যে প্রাণনাথ আমাকে অনাথিনী করিয়া রাজাজ্ঞায় নগরান্তরে গমন করিবেন এবং পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত সন্দর্শন হওয়া দুর্ঘট তখন টাইবেল্টের মৃত্যু জন্য যে শোক বারি নয়নে বর্ষণ করিতেছিলেন তাহা অন্তর্হিত হইয়া পতি বিচ্ছেদ জন্য প্রেম তরঙ্গ হৃদয়ে উত্থিত হইবা মাত্র নয়নে প্রেম ধারা নিরাধারে বহিতে লাগিল। যুবতী তখন প্রিয় পতি দর্শনার্থে অতি ব্যাকুলা হইয়া স্বীয় প্রিয় সহচরীকে ডাকিয়া কহিলেন। সখি আমার প্রাণ নাথ বিরহে চিত্ত অতি অস্থির হইয়াছে। শীঘ্র তাঁহার অন্বেষণে ঋত্বিক লারেন্সের ভবনে গমন কর তথায় তাঁহার দর্শন পাইতে পারিবে। অবিলম্বে তত্রস্থা হইয়া তাঁহাকে কহ যেন তিনি অদ্য রজনীতে অবশ্যই আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তুমি তাঁহার

কে অভিমত ত্বরায় আমাকে জ্ঞাত করণানন্তর আমার বিরহ যন্ত্রণা সমতা কর আজ্ঞা মাত্র সহচরী রোমিওর অন্বেষণে গমন করিল।

এখানে রোমিও লারেন্সের আশ্রমে যাইয়া অতি উৎকণ্ঠিত চিত্তে সময় সংহরণ করিতেছিলেন এমত সময় তাঁহার নগরান্তর হওনের রাজাজ্ঞা তাঁহার শ্রবণ পথে প্রথমতঃ প্রবিষ্ট হইবা মাত্র ঐ নিদারুণ বার্ত্তা বজ্রাঘাত তুল্য হইয়া তাঁহাকে অচৈতন্য করিল। ক্ষণকাল পরে চৈতন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ত্রিলোক শূন্যময় দৃষ্ট করতঃ বাক্ পথাতীত খেদান্বিত হইয়া কহিতে লাগিলেন! হায় আমার দেশান্তরী হওনের নিমিত্তে আমি কিছু মাত্র দুঃখ করি নাই। কিন্তু আমি কি প্রকার প্রিয়া জুলিএটের নয়নান্তরে গমন করিব! কারণ জুলিএট শূন্য স্থান আমার অরণ্য তুল্য এবং জুলিএট বিশিষ্ট যে স্থান সেই আমার স্বর্গ তুল্য। ইহা ভাবিয়া রোমিও উন্মত্ত প্রায় আপন কেশ বেশ ছিন্ন ভিন্ন করতঃ শিরে করাঘাত পূর্ব্বক বহু বিলাপ করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।

লারেন্স রোমিওর এতাদৃগ্ভাব দর্শনে অতি চিন্তিত হইয়া তাঁহাকে নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু রোমিও তৎকালীন এমত শোকা-

মুগত হইয়াছিলেন যে তিনি লারেন্সের প্রবোধ বচনে কোন ক্রমে শান্ত না হইয়া আত্মঘাতী হওনে প্রায় উদ্যত হইলেন। ইত্যবসরে জুলিএটের সহ-চরী তথায় উপনীতা হইলেন। সহচরী দেখিবা মাত্র রোমিওর সে প্রজ্বলিত শোকানল নির্ব্বাণ হওয়াকে পরম লাভ বোধে স্বীয় জ্ঞান লাভ করণানন্তর তাহাকে তখন প্রিয়ার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করি-লেন। জুলিএটের সহবর্ত্তিনী রোমিওকে সবিশেষ অবগত করণানন্তর পরিশেষে তাহার অভিমত গ্রহণ পূর্ব্বক বিদায় হইয়া জুলিএটের নিকটে শীঘ্র প্রস্থান করিল।

লারেন্স তখন রোমিওর কিঞ্চিৎ জ্ঞানের উদ্রেক দেখিয়া সেই সুযোগে তাঁহাকে পুনর্ব্বার বুঝাইতে লাগিলেন। দেখ রোমিও তুমি এতাদৃগ্জ্ঞানবান হইয়া তুচ্ছ নারী বিচ্ছেদের শোকে কেন অজ্ঞানের ন্যায় এতাদৃশ অধৈর্য্য হইয়াছ। তুমি একবার ক্রোধের বশতাপন্ন হইয়া টাইবেল্টের প্রাণ নষ্ট করিয়াছ তন্নিমিত্তে এক্ষণে এই সমূহ বিপদে পতিত হইলে। পুনর্ব্বার কি জুলিএটের শোকে অধৈর্য্য হইয়া আপনি আপন প্রাণ বিয়োগ করিবে। দেখ অতঃপর তব নিধন বার্ত্তা প্রাপ্তি মাত্রেই তব প্রেয়সী তৎক্ষণাৎ আত্মঘাতিনী হইবে। অতএব তুমি মমানু-

রোধ বাক্যে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া আত্মঘাত এবং স্ত্রী
বধ কলুশ হইতে নিবর্ত্ত হও। দেখ ধৈর্য্যাবলম্বন
করিলে পরে পরম লাভকে অবশ্য প্রাপ্ত হয়। অত-
এব ধৈর্য্যাবলম্বন করা জ্ঞানি ব্যক্তির কর্ত্তব্য এবং
অত্যাবশ্যক। আর তোমার ইহা বহুতর পুণ্য বল
জ্ঞান করা উচিত্ত যে তুমি টাইবেল্টকে যথার্থ হত্যা
করিয়াছ এবং তাহাও বিচারে বিলক্ষণ রূপে
প্রামাণ্য হইয়াছে তাহাতেও দণ্ডধর তোমার প্রতি
করুণা কটাক্ষ পূর্ব্বক তোমার প্রাণ দণ্ড না করিয়া
তোমাকে কেবল নগরান্তরী করণের আজ্ঞা দিয়া-
ছেন। এই তাঁহার তোমার প্রতি বহু অনুগ্রহ।
আর দেখ অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় ঘটনা এমত
পরম রূপবতী যুবতী জুলিএটের সহিত তোমার সংঘ-
টনা হইয়াছে। ইহাও তোমার শুভাদৃষ্ট বটে। আর
দেখ টাইবেল্ট ক্ষমতাপন্নে তোমাপেক্ষা ন্যূন ছিল
না সে তোমাকে তৎকালীন অনায়াসেসংহার করিলে
করিতে পারিত এমত বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল কিন্তু
দৈববলে তাহা না ঘটিয়া তুমি তাহাকে বিনাশ করিয়া
আপনি ভাগ্যক্রমে রক্ষা পাইয়াছ। ইহাও তোমার
সামান্য সৌভাগ্য নহে। যেহেতুক তুমি এক্ষণে
জীবিত দশায় আছ এবং জুলিএট তোমারি থাকিল
কখন না কখন অবশ্য শুভাদৃষ্টক্রমে প্রেয়সীর সহিত

পুনঃ সন্দর্শন হইবার সম্ভাবনা থাকিল। অতএব কি মনো দুঃখে তুমি এতাদৃগ ভরসা রহিত হইয়া অধৈর্য্যানুগত হইয়াছে। দেখ ভরসা শূন্য হইয়া কোনকর্ম্ম করিলেতাহা প্রায় কখন সফল হয় না। অতএব শোক সম্বরণ করত স্থিরতাশ্রিত হইয়া সৎপরামর্শ গ্রহণ কর। রোমিও লারেন্সের এই সকল হিতোপদেশ দ্বারা শোকাপনয়ন করতঃ জ্ঞান লাভপূর্ব্বক তাঁহার সুপরামর্শ গ্রহণে বাঞ্ছিত হইলেন। তখন লারেন্স রোমিওকে সেই উপদেশ বাক্য কহিতে লাগিলেন। দেখ অদ্য যামিনীতে তব কামিনী তোমার সহিত সাক্ষাৎ করণের প্রার্থনা করিয়াছেন। অতএব তুমি অদ্য নিশীথ কাল উপস্থিত হইলে অতি প্রচ্ছন্নভাবে তদীয় মন্দিরে গমন পূর্ব্বক তাহাকে এই সকল সবিশেষ বার্ত্তা অবগত করাইয়া পরে প্রবোধ বাক্যে শান্তনা করণানন্তর রজনী থাকিতে২ অতি সাবধান পূর্ব্বক মেণ্টুয়া নগরে যাত্রা করিয়া কিয়ৎকাল তথায় এইরূপে অবস্থান কর। পরে লিপি দ্বারা আমাকে তোমার নিবাসের স্থান জ্ঞাত করাইলে আমি তোমাকে তোমার প্রিয়ে জুলিএটের শুভাশুভ সমাচার সর্ব্বদা পত্র দ্বারা জ্ঞাত করাইব। আর আমিও এস্থানে তোমার নিমিত্তে সচেষ্ট থাকিলাম কোন শুভ সময় উপস্থিত হইলে সেই সুযোগানুসারে তোমার গোপন

বিবাহের বার্ত্তা প্রচার করণানন্তর যথা সাধ্যানুসারে মণ্টেগ এবং কেপিউলেট বংশের ঐক্যতা করাইব। ভূপতিও তাহা শ্রবণ করিলে অবশ্য তোমাকে সদয় হইয়া ত্বদীয়াপরাধ মার্জনা পূর্ব্বক তোমার নগরে পুনরাগমনের আজ্ঞা প্রদান করিবেন। তাহা হইলে তুমি যেমন এক্ষণে অতি মনো দুঃখে মেণ্টুয়ায় গমন করিতেছ তখন তদপেক্ষা মনের হরিষে বেরোনায় পুনরাগমন পূর্ব্বক প্রিয়তমা জুলিএটের প্রণয় তরঙ্গে নিমগ্ন হইয়া যাবজ্জীবনাবধি নানা সুখে কালহরণ করিতে পারিবে।

রোমিও হিতোপদেষ্টা লারেন্সের এই হিতজনক পরামর্শে মনঃপ্রীত পাইয়া তদনুরূপ করণে তাঁহার নিকটে স্বীকার পাইলেন। অনন্তর নিশীথ কাল উপস্থিত হইলে যখন নগরস্থ সমস্ত লোক নিদ্রাভিভূত হইল রোমিও লারেন্সের স্থানে অনেক বিনয় বচনে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক মনে২ কিঞ্চিৎ হর্ষযুক্ত হইয়া স্বীয় প্রিয়ার সন্নিধানে যাত্রা করিলেন। অনতি গৌণে সেই উদ্যান সমীপবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্ব রাত্রিবৎ কৌশল দ্বারা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এবং কিয়ৎ কাল তথায় অতি উৎকণ্ঠিত চিত্তে জুলিএটের সন্দর্শনার্থে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। কিন্তু সে অতিলসিত দর্শনাভাব প্রযুক্ত পরিশেষ সাহসকে সহায়

প্রাপ্ত হইয়া জুলিএটের শয়নাগারের ঐ গবাক্ষ দ্বার দিয়া অনায়াসে তন্মধ্যে উত্তীর্ণ হইয়া নিঃশব্দ পদ সঞ্চালন দ্বারা এককালীন প্রিয়ার সম্মুখে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। জুলিএট পতির দেশান্তর হওনের বার্ত্তা শ্রবণাবধি তদ্বিরহে পরিপীড়িতা হইয়া অতি ঔদাস্য চিত্তে নিদ্রা বশে ভূমি শয্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। রোমিও সম্মুখে উপনীত হইবা মাত্র জুলিএট অকস্মাৎ প্রিয়নাথকে সম্মুখে দেখিয়া প্রথমতঃ স্বপ্ন বোধ হইবাতে পুনর্ব্বার নয়ন মুদ্রিত করিলেন। তদ্দৃষ্টে রোমিও রমণীর মনের ভাব কিছুই অনুভাব করিতে না পারিয়া তখন প্রিয়েং শব্দে বারদ্বয় ডাকিবা মাত্র কামিনী সাতঙ্কিতা হইয়া নয়নোন্মেলন করত হৃদয় নাথকে হৃদয়ের সন্নিকট দর্শনে মনের ভ্রান্তি অন্তর হওয়াতে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্বামিকে আপন সমীপ দেশে উপবেশন করাইয়া অভিনব বিপদ সাগরের সবিশেষ বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। রোমিও তৎসবিশেষ সকল বৃত্তান্ত আপন প্রেয়সীকে অবগত করণানন্তর পরিশেষে লারেন্সের উপদেশে নিশা শেষে মেণ্টুয়া দেশে গমনের অভিমত জানাইলেন। জুলিএট পতির প্রমুখাৎ এই নিদারুণ বার্ত্তা শ্রবণ মাত্রেই অবিচ্ছেদ পতি বিচ্ছেদ জানিয়া মর্ম্মান্তিক বিরহ বেদনায় অধৈর্য্য

হইয়া তজ্জন্য অতি কাতরোক্তিতে বহুতর বিলাপান্তে কুরঙ্গ নয়না রোদন করিতে লাগিলেন। এবং রোমিওঁ প্রিয় রমণীর রোদন অবলোকনে শোকানুগত হইয়া রমণীর সহিত শোক সিন্ধু নীরে অবগাহন করতঃ নেত্র নীরে বক্ষস্থল আর্দ্র করিতে লাগিলেন। অতঃপর নির্দ্দয় কন্দর্পের শর প্রহারে উভয়ে জর্জ্জরিতাঙ্গ করিলে উভয়ে অনঙ্গ পীড়ায় অধৈর্য্যানুগত প্রায় শয্যাগত হইয়া উভয়ের চিরাকাঙ্ক্ষিত রসাস্বাদ গ্রহণে চরিতার্থতা লাভ করণানন্তর হাস্য কৌতুকে নিশি যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এমন যে সুখজনক যামিনী কামিনী কালভুজঙ্গিনী সম জ্ঞানে সভয় মনে মুহুর্ম্মুহু পূর্ব্ব দিগে নিরীক্ষিতে লাগিলেন কি জানি যদি শীঘ্র প্রভাতা হইয়া বিচ্ছেদ দংশনে প্রাণপতিকে বিচ্ছেদ করে। ফলতঃ নিশা শেষে রোমিও মেণ্টুয়া দেশে নিতান্ত যাত্রা করিবেন। এমত সময়ে ঐ উপবনে নানা জাতি পক্ষিগণে দিন মণির আগমনের প্রাক্কাল জানিয়া সুমধুর স্বরে গানারম্ভ করিল। তাহা শ্রবণে জুলিএট আত্ম মনের ভ্রান্তি ক্রমে নিশ্চয় বোধ করিলেন যে তমস্বিনী প্রভাতা হইবার অনেক বিলম্ব থাকিবেক তাহা না হইলে এই সকল বুলবুল নামক পক্ষিগণ কেন মধুর রবে রব করতঃ চিত্ত রঞ্জন করিবে। কিন্তু পূর্ব্ব দিক ক্রমে রক্তিমাবর্ণ দেখিয়া

তখন তরন্ত নামক পক্ষির শব্দ নিশ্চয় করতঃ মনের সে ভ্রান্তি অন্তর হইবাতে সেই সকল পক্ষির সুমধুর স্বর যেন তীক্ষ্ণ শর স্বরূপ কামিনীর হৃদয়ে বিদ্ধ হইবা মাত্র বিচেতনা প্রায় স্বামির ক্রোড়ে পতিতা হইলেন। তদ্দৃষ্ট মাত্র রোমিও অতি মাত্র ভয়ে ভীত হইয়া রমনীর বদন কমলে সুশীতল বারি সেচন দ্বারা চেতন প্রাপ্তি করাইয়া বিবিধ প্রবোধ বচনে শান্তনা করিলেন। কিন্তু জুলিএটের প্রাণ কান্ত রোমিও স্বয়ং কৃতান্ত সম নলিনী কান্ত দেখিয়া অতি শঙ্কাযুক্ত এবং স্ত্রী বিচ্ছেদের শোকে অতি মনঃ পীড়িত হইয়া প্রিয় কামিনীকে কহিতে লাগিলেন। প্রিয়ে যামিনী অবশানা হইল আর এ স্থানে অধিক কাল বিলম্ব করিলে কি জানি যদি কোন বিপদ ঘটে। অতএব প্রেয়সী প্রসন্ন বদনে শীঘ্র বিদায় কর মেণ্টুয়ায় যাত্রা করি। জুলিএট পতির এই সাংঘাতিক বাণী শ্রবণ মাত্রেই শিরে বজ্রাঘাত তুল্য জ্ঞান করিয়া পুনর্ব্বার মূর্চ্ছাপন্না হইলেন। তাহা দেখিয়া রোমিও অপর্য্যাপ্ত ভয় প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ কৌশল দ্বারা রমণীকে চেতন প্রাপ্তি করাইলে পর জুলিএট পতির প্রতি বিনতি বচনে কহিতে লাগিলেন। প্রিয়নাথ তুমি এমত অপ্রিয় বাণী কিরূপ কঠিন প্রাণে আমাকে কহিলে। আমি তোমাকে

বিদায় দিয়া কি রূপে প্রাণ ধারণ করিব। যেহেতুক ক্ষণ মাত্র তব অদর্শনে আমি যুগান্ত বোধ করি। তখন রোমিও প্রিয় রমণীর শান্তনার্থে পুনর্ব্বার বিধি মতে বুঝাইতে লাগিলেন। প্রেয়সী তুমি কিছুকাল এইরূপে কাল হরণ কর। পরে উভয়ে জীবিত থাকিলে অবশ্য অচিরাৎ সাক্ষাৎ হইবে। আর আমি তথায় নিশ্চিন্ত থাকিব না। সর্ব্বদা আমারদিগের সুহৃদ ঋত্বিক লারেন্সকে পত্র দ্বারা আপন শুভাশুভ সমাচার জানাইয়া তদ্দারা তোমার কুশল বার্ত্তা গ্রহণ করিব। তাঁহার সহিত এরূপ বাক্য ধার্য্য হইয়াছে। অতএব তুমি আপন মঙ্গলামঙ্গল সম্বাদ তাঁহাকে জ্ঞাত করাইলে তিনি আমাকে তাহা লিপি দ্বারা অবিলম্বে অবগত করাইবেন ইত্যাকার শান্তনীয় বচনে রোমিও স্বীয় প্রিয় রমণীকে শান্তনা করতঃ মেণ্টুয়ায় গমনার্থ তদীয় স্থানে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ গবাক্ষ দ্বার হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু নারী বিচ্ছেদ হুতাশে অতি ঔদাস্যযুক্ত হইয়া মৃত্যু প্রায় গতি রহিত চরণে বাক্য রহিত ম্লান বদনে প্রিয়া রমণীর প্রতি সতৃষ্ণ ঊর্দ্ধ দৃষ্টে তন্নিম্ন দেশে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিলেন। জুলিএট উপরি ভাগ হইতে পতির এতদ্রূপ অবস্থা দর্শনে অতিরিক্ত শোকানুগতা হইয়া কান্দিয়া অস্থির হইলেন। রোমিও ক্ষণ-

কাল গতে মনো বিকার দূরীকৃত হইলে পর বিবে
চনা করিলেন আর এস্থলে অধিক কাল এরূপাবস্থা
থাকা নিরর্থক কেবল দুঃখ রাশি মাত্র। আর কি জা
যদি কাহারো দৃষ্টি পথে পতিত হই তবে তদ্দণ্ডেই
দণ্ডধরের আজ্ঞানুসারে আমার প্রাণ দণ্ড হইবে।
ইহা ভাবিয়া জুলিএটের প্রাণ প্রতিমা কানন পরি
ত্যাগ পুরঃসর অতি মাত্র মনোদুঃখে সত্বর মেন্টুয়া
ভিমুখে গমন করিলেন। অনতিগৌণেই মেন্টুয়া নগরে
উত্তীর্ণ হইয়া মনোনীত বাস স্থান নিরূপণ করতঃ
তথায় অবস্থান পূর্ব্বক দুঃখ ময় সময় যাপন করিতে
লাগিলেন। অনন্তর লারেন্সের আদেশানুসারে তাঁহা-
কে সেই বাস স্থানের নিদর্শন পত্র দ্বারা অবগত করা
ইতে ক্ষণ মাত্র বিলম্ব করিলেন না।

রোমিও মেন্টুয়া নগরে গমন করিলে পর অত্যল্প
দিবসের মধ্যে জুলিএটের সর্ব্বনাশের হেতু অঙ্কুরিত
হইতে আরম্ভ হইল। এক দিবস বৃদ্ধ কেপিউলেট
জুলিএটের আগারে গমন পূর্ব্বক স্বীয় তনয়ার বিবাহ
কাল উপস্থিত দর্শনে এবং রোমিওর সহিত তাহার
অভিনব গোপন পরিণয়ের বার্ত্তা কিছুই স্বপ্নেতেও না
জানিতে পারিয়া তাহার উপযুক্ত পাত্রের নিমিত্তে
অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। অনন্তর সুপাত্র অন্বেষণার্থে
স্থানেং দূতগণ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কেহ জুলিএ-

টের উপযুক্ত সর্ব্ব সুলক্ষণ যুক্ত এবং সর্ব্ব গুণান্বিত পাত্র কোন স্থানে অনুসন্ধান না পাওয়াতে ক্রমে সকলেই নিস্ফলে প্রত্যাগমন করিল। পরিশেষে বৃদ্ধ কেপিউলেট পতি আপনি ঐ নগর বাসী পেরিশ নামক এক অতি ধনাঢ্য কৌন্ট উপাধিয় ব্যক্তিকে মনোহর রূপবান্ সর্ব্বগুণে গুণবান অতি সুপাত্র জানিয়া তাঁহাকে জুলিএটের উপযুক্ত বরপাত্র ধার্য্য করতঃ এক কালীন শুভ কার্য্যের দিন স্থির করিলেন। অনন্তর দুহিতার গোচরার্থে তদীয় মন্দিরে গমন পুর্ব্বক সবিশেষ শুভ বিবাহের বার্ত্তা সমস্ত অবগত করাইয়া পরিশেষে কহিলেন। জুলিএট অমুক দিবসে তোমার পরিণয়ের দিন নির্ধার্য্য হইয়াছে সেই দিবস শুভ কার্য্য সম্পূর্ণ করিব অতএব আমি তাহার আয়োজনার্থে অদ্যাবধি সত্বর হইলাম এবং তুমিও তজ্জন্য প্রস্তুত হও।

জুলিএট এমে পতি বিরহে পরিতাপিতা তাহে অনঙ্গানলে দগ্ধাঙ্গী ছিলেন জনকের এই কঠিন বাণী শ্রবণ মাত্র সভয় লজ্জাযুক্তা নিরুত্তরা হইয়া অধোবদন করিলেন। অনন্তর লজ্জাভয় বিবর্জ্জিতা হইয়া আপন গোপন বিবাহ বৃত্তান্ত জনকের নিকট সমুদয় বিরলে রাখিয়া অতি সাবধান পূর্ব্বক স্বীয় বিবাহের নানা মিথ্যা প্রতিবন্ধকতা প্রদর্শন পুরঃসর কহিতে

লাগিলেন। হে তাত আমি অতি বালিকা আছি আমার উদ্বাহের এই উপযুক্ত কাল নহে। বিশেষতঃ ভ্রাতা টাইবেল্‌টের অভিনব মৃত্যু জন্য আমি অতি শোকান্বিতা মলীনা ও ক্ষীণা আছি। কিঞ্চিৎ শোকান্তর এবং বল না হইলে কি রূপে পতিত্ব বরণে গমন করিব। অধিকন্তু অত্যল্প দিবস হইল টাইবেল্‌টের লোকান্তর গমন হইযাছে এবং তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন প্রায় বহু কাল অতীত হয় নাই। ইতিমধ্যে আমার এই বিবাহের উদ্যোগ দেখিলে বেরোনা বাসি সকলেই বা কি কহিবে। যে এমত নিরানন্দ সময়ে কেপিউলেটেরা কি রূপে এই আনন্দোৎসবের আয়োজন করিতেছে। অতএব পিতঃ ইহাতে কেপিউলেট বংশের বড় দুর্নাম রটিবে। বৃদ্ধ কেপিউলেট পতি দুহিতার এতদ্রূপ বাক্য শ্রবণে সকলি অলীক বোধ করিয়া অতি ক্রোধ ভরে কহিতে লাগিলেন। তোমার এই সকল বিফল আপত্তির কারণ আমার কিছুই গ্রাহ্য হইল না। যেহেতুক আমি এই কালাবধি বহু পরিশ্রম পূর্ব্বক কত অনুসন্ধান দ্বারা তোমার নিমিত্তে এমত ধনবান্ রূপবান্ এবং সর্ব্ব গুণে গুণবান্ সুপাত্র স্থির করিয়াছি যে তুমি অনায়াসে তদ্দারা যাবজ্জীবন সুখ ভোগ করিতে পারিতে। কিন্তু তুমি আপন দোষে আপনাকে

তাহা হইতে বঞ্চিৎ করিতেছ। আর বিশেষতঃ পেরিশ এমত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুরুষ বটে যে বেরোনার মধ্যে এমত অদত্তা কন্যা কেহ নাই যে তাহাকে দৃষ্ট মাত্র পতিত্ব বরণে অনেচ্ছা করে অতএব তোমার এই সম্প্রদায় অন্যায় আপত্তির কারণ কি আমার কিছুই অনুভাবিত হইল না। যাহা হউক আগত বৃহস্পতি বার তোমার বিবাহের দিবস ধার্য্য হইয়াছে সেই দিবস আমি তোমাকে অবশ্যই পেরিশ বরে সম্প্রদান করিব। এই প্রতিজ্ঞানন্তর বৃদ্ধ কেপিউলেট পতি স্বস্থানে গমন করিলেন।

জুলিএট জনকের এতদ্রূপ প্রতিজ্ঞা বচন শুনিয়া অতি উৎকণ্ঠিতা হইলেন এবং নিরুপায় ভাবিয়া অতি উদ্বিগ্ন চিত্তে উপায়ান্তর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে কি রূপে এই অপার বিপদ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইব। ইহা ভাবিতেং হটাৎ ঋত্বিক লারেন্সকে স্মরণ হইবাতে মনে করিলেন যে তিনি আমাদিগের বিপদ কালের হিতোপদেশক বটে, তাঁহার সমীপে যাইয়া এতাবৎ বৃত্তান্ত জানাইলে পর তিনি ইহার সদুপায় অবশ্য কহিবেন। এমত বিবেচনায় জুলিএট অনতিবিলম্বে অতি প্রচ্ছন্নভাবে লারেন্সের আশ্রমে গমন করিলেন লারেন্স জুলিএটের অন-

যয়ে বিচিত্র ভাবে আগমন দেখিয়া অত্যন্ত শঙ্কাযুক্ত হইয়া শবিশেষ কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । জুলিএট্ স্বীয় জনকের যে রূপ প্রতিজ্ঞা তৎ সবিশেষ তাঁহাকে অবগত করণানন্তর পরিশেষে অতি বিনতি ভাবে তদীয় উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। লারেন্স রোমিও রমণীর অতি উৎকণ্ঠিত ভাব দর্শনে তাহার হৃদয় দয়াদ্র হওয়াতে কামিনীকে বহু আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। জুলিএট তুমি এই তুচ্ছ বিষয়ের নিমিত্তে এতাদৃশ উদ্বিগ্না হইয়াছ, আমি জীবদ্দশায় থাকিতে তোমার ভাবনার প্রয়োজন কি । আমি যথা সাধ্য তোমার কুশল চেষ্টা করিব । এক অতি সদুপায় আছে তাহা কহি মনঃস্থির করিয়া প্রবিধান কর। কিন্তু সে অতি দুঃসাহসিক অসাধ্য সাধন। যদ্যপি তুমি আপন স্ত্রীজাতীয় আশঙ্কা পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক সাহসে নির্ভর দিয়া করিতে পার তবে তুমি অনায়াসে তদ্দ্বারা সর্ব্ব দিক রক্ষা করিয়া স্বীয় পতি প্রাপ্তা হইতে পার। ইহা শুনিয়া কেপিউলেট তনয়া কহিলেন। যে আমি অতীচ্ছা পূর্ব্বক সকল দুঃসাধ্য ক্রিয়া করণে সম্মত আছি কিন্তু পেরিশকে পতিত্ব বরণ করণে স্বীকৃত নহি। যেহেতুক প্রিয়তম মণ্টেগ তনয়কে আমি দর্শন মাত্র মনঃ প্রাণ সম্প্রদানা-নন্তর যথা শাস্ত্র বিধানে একবার তদীয় সহধর্ম্মিণী

হইয়াছি এবং পুনর্ব্বার সে স্বামি বর্ত্তমানাবস্থায় কি রূপে অন্যের সহিত পরিণীতা হইব। আপনি অতি বিজ্ঞতম এবং শাস্ত্রজ্ঞ বট বিবেচনা করুন যে ইহা কেমন লোকতঃ এবং ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ। অতএব আপনি আমাকে সদয় হইয়া শীঘ্র সেই সদুপায় কহিয়া এই বিপদ সাগর হইতে রক্ষা করুণ। লারেন্স জুলিএটের এরূপ ব্যগ্রতা এবং সম্মতি দেখিয়া তাঁহার উদ্ধারার্থে উপদেশ কথা কহিতে লাগিলেন। দেখ জুলিএট তুমি এক্ষণে গৃহে গমন পূর্ব্বক প্রথমতঃ পিতার সন্নিকট যাইয়া কাল্পনিক হর্ষ ভাব প্রদর্শনে পেরিশকে বিবাহ করণে সম্মতা হও। তাহাতে তিনি অবশ্য সন্তুষ্ট হইয়া তোমার প্রতি যে রূপ কোপ করিয়াছেন তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তব বিবাহ আয়োজনে উদ্যত হইবেন। পরে তোমার পরিণয়ের যে দিবস নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার পূর্ব্ব নিশাতে শয়ন কাল উপস্থিত হইলে এই পাত্রের মধ্যে যে দ্রব্য আছে সমুদয় পান করিবে। ইহার অসাধারণ গুণের কথা কি কহিব, ভক্ষণ করিবা মাত্র তোমাকে এক কালীন এমত বিচেতন করিবে যে তোমার জীবনের কোন চিহ্ন মাত্র থাকিবেক না। তোমাকে দৃষ্টমাত্র সকলেই মৃত শরীর বোধ করিবে। এবং তদবস্থায় তোমাকে দ্বাচত্বারিংশৎ ঘটিকা পর্য্যন্ত স্থিতি রাখিবেক। তদন-

স্তরে যেমত বিনিদ্রিত হইলে চেতন হয় তদ্রূপ তুমি তোমার সবস্থা প্রাপ্তা হইবে। অতএব তুমি এই রূপ কল্পিত মৃত্যু ছল করিয়া আপন শয়ন মন্দিরে শয্যায় অবস্থান করিলে পর দিবস প্রত্যূষে যখন বরপাত্র পেরিশ বরযাত্র সমভিব্যাহারে তোমাদিগের বাটীতে উপনীত হইয়া স্বয়ং তোমাকে আনয়নার্থে হরিষ অন্তরে তব শয়নাগারে যাইয়া প্রবেশ করিবেন। কিন্তু প্রবেশ মাত্র তোমার মৃত কলেবর দৃষ্ট করতঃ বিস্ময়াপন্ন হইয়া সুতরাং তোমার দৈব বিপাকে অপঘাত মৃত্যু নিশ্চয় জ্ঞান করিবেন। পরে পেরিশ তব আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ হরিষে বিষাদিত হইয়া স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন। অনন্তর তোমা-র জনক জননী স্বপরিবারে তোমার অকাল মৃত্যু জন্য বহুতর বিলাপান্তে তাঁহাদিগের কুলের যে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার স্থল এই নগরের প্রান্তদেশে আছে তথায় তব কাল্পনিক মৃত দেহ লইয়া যথা বিধি পূর্ব্বক স্থাপনানন্তর গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন। আমি ইতি-পূর্ব্বে কিঞ্চিন্মাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া এরূপ ঘটনার সমস্ত সবিশেষ লিখিয়া মেণ্টুয়া নগরে তোমার পতি-র নিকট জনেক দূত অতি ত্বরায় গমনে প্রেরণ করিব। যে তিনি এই বার্ত্তা প্রাপ্ত মাত্রেই সেই দিবস রজনীতে ঐ সমাধি স্থলে আগমন পূর্ব্বক তোমাকে উত্তোলন

করণানন্তর নির্দ্ধারিত সময়ে তোমার পুনশ্চেতন প্রাপ্ত হইলে তোমাকে সমভিব্যাহারিণী করিয়া মেণ্টুয়াতে পুনরাগমন করেন।

লারেন্সের এই অদ্ভুত উপদেশ বাক্য শ্রবণে জুলিএটের হৃদয়ে প্রথমতঃ অতিশয় শঙ্কা জন্মাইবাতে তিনি দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইবেন কিনা মনেং এমত আলোচনা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কামিনীর স্বীয় পতির প্রেমানুরোধ এবং কৌণ্ট পেরিশের প্রতি দ্বেষ ভাব উভয় অতি প্রবল হইয়া তাঁহার মনের সমুদয় আশঙ্কাকে পরাজয় করণানন্তর প্রবৃত্তি মার্গ দর্শন করাইলে পর যুবতী তখন অতি বিনতি পূর্ব্বক লারেন্সকে আপন সম্মতত প্রকাশানন্তর সেই দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক স্বালয়ে গমন করিলেন। পথি মধ্যে যাইতেং হটাৎ পেরিশের সহিত সাক্ষাৎ হইল। পেরিশ স্বীয় ভাবি ভার্য্যাকে দেখিবা মাত্র পুলকে পরিপূরিত হইয়া বহু শিষ্টাচার এবং মিষ্টআলাপের দ্বারা তাহাকে পরিতুষ্টা করণের নিমিত্তে অতি যত্নবান হইলেন। জুলিএট পেরিশের আকিঞ্চন দেখিয়া কপট হর্ষযুক্ত ভাবে লারেন্সের উপদেশানুসারে তাঁহাকে পতিত্ব বরণ করণের স্বীয়াভিপ্রায় প্রকারান্তরে তাহার নিকট প্রকাশানন্তর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পেরিশ কেপিউলেট নন্দিনীর এই অভিপ্রায় প্রাপ্ত মাত্র অন্ত-

রে অতি মাত্র উল্লাশিত হইয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন।

অনন্তর জুলিএট নিজালয়ে পৌঁছিবা মাত্র লারেন্সের আদেশানুসারে আপন পিতার সন্নিকট যাইয়া কপট হর্ষযুক্ত অন্তঃকরণে অতি শলজ্জিতা হইয়া পেরিশকে • স্বামিত্ব বরণের স্বীয়াভিমত অভিব্যক্ত করিলেন। বৃদ্ধ কেপিউলেট পতি স্ববাঞ্ছিত প্রিয় পুত্রীর বিবাহিত হওনের অভিপ্রায় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পরে তনয়ার বিবাহের আয়োজনার্থে উদ্যোগী হইয়া ক্ষমতানুসারে কোন বিষয়ে ব্যয়কুণ্ঠ হইলেন না। এবং নানাবিধ খাদ্য দ্রব্যাদি সমস্ত বিবাহ সজ্জা এমত অসাধারণ রূপে প্রস্তুত করিলেন যে তদ্দৃষ্টে বেরোনাবাসি সকলেই বহু প্রশংসা করিতে লাগিল। পরে জুলিএটের বিবাহের আনন্দ উৎসাহের নিমিত্তে নিজ জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি গ্রামস্থ সমস্ত ব্যক্তি সকলকে নৃত্য গীতাদি দর্শন শ্রবণের নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা সকলে রজনীতে কেপিউলেটের বাটীতে গমন পূর্ব্বক তদ্দর্শন শ্রবণে লোচনেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিয়া পরম আপ্যায়িত হইলেন। এইরূপ কেপিলেটের গৃহে ক্রমাগত তিন চারি দিবসাবধি জুলিএটের বিবাহোপলক্ষে প্রতি দিন নূতনঃ আনন্দ উৎসব হইতে লাগিল।

এখানে কেপিউলেট নন্দিণী স্বীয় মন্দিরে প্রিয়পতি বিরহে পরিতাপিণী এবং পুনর্বিবাহ উদ্যোগে অতি ভাবিনী হইয়া দিবস যামিনী কেবল বিষাদের অনুগামিনী হইয়া কাল হরণ করেন। অতঃপর সেই করাল বুধবাসরীয় রজনী আসিয়া উপনীত হইল। পর দিবস অতি প্রত্যুষ সময় পরিণয়ের কাল নিরূপণ হইয়াছে। জুলিএট এমত নিশ্চয় জানিয়া শয়ন কাল উপস্থিত হইলে সেই লারেন্স দত্ত ঔষধ হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্ভক্ষণে উদ্যত হইবা মাত্র অকস্মাৎ সর্ব্ব গাত্র ভয়ে কম্পবান হইবাতে নারীর মনে পুনর্ব্বার বহুতর সন্দিগ্ধ এবং গুরুতর শঙ্কা উপস্থিতা হইল। প্রথমতঃ জুলিএট অনুভব করিলেন যে লারেন্স আমাকে মণ্টেগ তনয়ের সহিত গোপনে পরিনীত করিয়াছেন অতএব তদপরাধ হইতে নিস্কৃত হওনাভিলাষে আমাকে বিষ ভক্ষণ দ্বারা বিনষ্ট করণের মনস্থে আমাকে তিনি এই বিষ প্রদান করিয়া থাকিবেন। কিন্তু পুনর্ব্বার ভাবিলেন লারেন্স আমাদিগের অতি সুহৃদ, এবং বড় ধর্ম্মশীল ব্যক্তি তিনি এমত দুর্ণীত কর্ম্মে কেন প্রবর্ত্ত হইবেন। দ্বিতীয়তঃ লারেন্স আমাকে কহিয়াছেন যে তোমার পুনশ্চেতন প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তোমার প্রাণ নাথ রোমিও সেই সমাধি স্থলে আগমন পুরঃসর তোমার পরিত্রাণ করিবেন। কিন্তু কি জানি তাঁহা-

র তথায় আগমনের অগ্রেই যদি আমার চৈতন্য হয়, তবে একে রাত্রি কাল তাহে সেই ভয়ঙ্কর শ্মশান স্থান দর্শনে শঙ্কা জন্মাইলে তখন আমি কামিনী একাকিনী সে স্থলে কিউপায় করিব। সে স্থান অতি ভয়ঙ্কর মৃত কেপিউলেটদিগের অস্থিতে পরিপূরিত আছে। বিশেষতঃ টাইবেল্টের নূতন মৃত কলেবর একাল পর্য্যন্ত ও তথায় সরক্ত রহিয়াছে। আর আমি পরম্পরায় এমত শ্রুত আছি যে শ্মশানেতে নিশাকালে নিশাচর নিশাচরীগণ আগমন পুরঃসর বহুতর উৎপাত উপস্থিত করে। অতএব তাহাদিগের সে ভয়ঙ্কর বিকটাকার দর্শনে না জানি আমার তৎকালীন কিদৃশী দুর্গতি ঘটিবে। জুলিএট এবম্প্রকার বিবিধ সন্দেহ স্থলে কি রূপ করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ভাবিয়া অস্থির হইলেন। পরিশেষে কামিনীর স্বীয় পতির প্রতি প্রেম এবং পেরিশের প্রতি দ্বেষ উভয় পুনর্ব্বার হৃদয়ে উদয় হইবা মাত্র মনের সমুদয় সন্দেহ এবং শঙ্কাকে পরাজয় করতঃ দূরী করণানন্তর জুলিএট আপনার অদৃষ্টোপরে নির্ভর করতঃ ঐ লারেন্স দত্ত ঔষধ ভক্ষণ করিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ অঘোর অচৈতন্যায় নিদ্রাভিভূতা হইলেন।

এখানে পেরিশ রজনী প্রভাতা হইবা মাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অতি মনের আনন্দে বিবাহ যোগ্য বস্ত্র

অলঙ্কারাদি দ্বারা সুসজ্জীভূত হইলেন। পরে যথা রীতি ব্যবহার মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক বন্ধু বান্ধব জ্ঞাতি কুটুম্বাদি বহু সংখ্যক ব্যক্তি সমভিব্যাহারে অতি সমারোহ পূর্ব্বক বাটী হইতে শুভ যাত্রা করিলেন। অবিলম্বে কেপিউলেট দিগের ভবনে উপনীত হইবা মাত্র নানাবিধ সুমঙ্গল গীত বাদ্যোদ্যমে কেপিউলেটের পরিবার এবং অন্যান্য সকলেই পরমানন্দিত হইলেন। অনন্তর বরপাত্র পেরিশ স্বীয় জাতীয় ধারানুসারে স্বয়ং কন্যাকে তাহার শয়নাগার হইতে গাত্রোত্থান করাইয়াআনয়নার্থে তথায় আপনি বাদ্য সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। কিন্তু পেরিশ একাকী গৃহ মধ্যে প্রবেশ মাত্র শয়নাগার অতি ভয়ঙ্কর দর্শনে অকস্মাৎ সর্ব্বাঙ্গ যেন ভয়ে কম্পান্বিত হইবাতে অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া সভয় হৃদয়ে ক্রমেং জুলিএটের পর্য্যঙ্কের সমীপবর্ত্তী হইলেন। নিকটে যাইয়া ইন্দুমুখী কামিনীকে উত্তান নয়নে কাল নিদ্রায় নিদ্রিত দেখিবা মাত্র হরিষে বিষাদে পেরিশ ত্রিভুবন শূন্য ময় দৃষ্ট করতঃ শোকে অধৈর্য্য প্রায় হইলেন। অনন্তর পেরিশ স্বীয় রমনীর দৈব মৃত্যু জন্য বহু বিলাপান্তে সজল নেত্রে বিষাদিত চিত্তে গৃহ হইতে বহিস্কৃত হইয়া সেই অভাবনীয় অশুভ বার্ত্তা তাবৎকে জ্ঞাত করাইলেন। দেখ জুলিএটের

জনক জননীর ঐ এক কন্যা সন্ততি ব্যতীত দ্বিতী-
য় ছিলনা অনন্তর পিতা কেপিউলেট পতি সভার্য্যা
অকস্মাৎ এই নিদারুণ বার্ত্তা শ্রবণ মাত্রেই মস্তকে
করাঘাৎ পূর্ব্বক হাহাকার শব্দে রোদন করতঃ উন্মত্ত
প্রায় ধাবমান্ হইয়া জুলিএটের শয়নাগারে প্রবেশ
করিলেন। প্রবেশ মাত্র প্রাণাধিকা পুত্রীকে স্পন্দ রহি
তা উত্তান নয়না দেখিয়া বাক পথাতীত বিষাদিত
হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতঃ বহুতর পরিতাপ
করিয়া কহিতে লাগিলেন। হায় আমাদিগের মনে বড়
আশা ভরসা ছিল যে জুলিএট পেরিশের সহিত পরি-
নীতা হইয়া যাবজ্জীবন পরম সুখ ভোগিনী হইবে।
এবং তদ্দৃষ্টে আমারা ও পরমাহ্লাদিত হইব। কিন্তু
হায় ২ আমাদিগের দুর দৃষ্ট বশতঃ প্রিয় পুত্রীর অকাল
নিধন হওয়াতে সে আশা ভরসার পন্থা এক কালীন
রুদ্ধ হইল। হায় বিধাতা কি নিদারুণ এমত আনন্দ
উৎসবে কেন এরূপ নিরুৎসাহ ঘটাইলেন ॥ দেখ
জুলিএটের বিবাহের যে সমুদায় মাঙ্গল্য দ্রব্য আয়ো-
জন সে সকল সুতরাং এক্ষণে তাহার আমঙ্গল্য
অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার্থের আয়োজনে পরিবর্ত্ত হইল। যেহে
তুক বিবাহ উৎসবের যে সকল সুমধুর আনন্দ প্রদ
গীতবাদ্য তাবৎকে আনন্দে মোহিত করিতেছিল তাহা
এইক্ষণে জুলিএটের অকাল মৃত্যু জন্য সংকীর্ত্তন স্বরূপ

হইয়া সকলকে বিষাদিত করিতেছে ॥ আর যে সকল নানা জাতি সুগন্ধি পুষ্প জুলিএটের শুভ বিবাহ সমাপনান্তে বর কন্যার গৃহপ্রবেশ কালীন গমনের মার্গেতে বিস্তৃত করণার্থে আহরণ করাছিল তাহা এখন জুলিএটের মৃত দেহোপরি সুতরাং বিস্তৃত করিতে হইল। হায় যে কূল পুরোহিত জুলিএটের শুভ বিবাহের নিমিত্তে উপস্থিত ছিলেন তৎ পরিবর্ত্তে এক্ষণে জুলিএটের অশুভ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার্থ যে পুরোহিত তাঁহার প্রয়োজন হইল। এই প্রকার বিবিধ মোহ জনক আক্ষেপোক্তি করিতেং জুলিএটের জনক জননী প্রিয় পুত্রী শোকে অতিশয় ব্যাকুলা হইয়া ক্ষণেক বিচেতন ক্ষণেক চেতন প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এবং আত্মীয় বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি সকলে তাঁহার দিগকে নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে কিঞ্চিৎ শান্তনা করিলেন ॥ তদনন্তর সমুদায় বিবাহ সজ্জা মৃত সজ্জায় পরিবর্ত্তন করণানন্তর কেপিউলেট পরিবার সকলে একত্র হইয়া জুলিএটের মৃত দেহ লইয়া তাঁহাদিগের বংশের যে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার স্থল ঐ নগরের প্রান্ত দেশে ছিল তথায় গমন করিলেন। এবং তথায় তাঁহাদিগের কুলের যে সমাধির স্তম্ভ গৃহ ছিল তন্মধ্যে ঐ কল্পিত মৃত কায়কে সংস্থাপন করতঃ এবং জুলিএটের ঔর্দ্ধদেহিক যথা বিধি পূর্ব্বক সমাপনান্তে সকলে ব্যাকু

পথাতীত বিষাদিত হইয়া শোকালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন॥

এখানে লারেন্স সেই দিবস অতি প্রত্যূষে অতি স্বত্বর হইয়া জুলিএটের কল্পিত মৃত্যু যে রূপে যে কারণে রোমিওর জ্ঞাপনার্থে তত্তাবৎ বৃত্তান্ত আনু পূর্ব্বক লিখিয়া জনেক দূত মেণ্টুয়া নগরে প্রেরণ করিলেন॥যে রোমিও পত্র পাঠ মাত্র অদ্য রজনীতে বেরো- নায় আগমন পুরঃসর তদীয় প্রিয় রমণীর কেপিলেট দিগের সমাধি ভূমি হইতে পরিত্রাণ করতঃ মেণ্টুয়া নগরে পুনর্যাত্রা করেন॥

এখানে রোমিও মেণ্টুয়া নগরে আগমন করণাবধি জুলিএটের দুঃসহ বিরহ বেদনায় সর্ব্বদা অতি মনো দুঃখে এবং ঔদাস্য চিত্তে কাল যাপন করিতেন ক্ষণ মাত্র হর্ষের সহিত সন্দর্শন হইত না দিবস যামিনী কেবল স্বীয় প্রিয় রমণীর নানা দুর্ভাবনা অন্তঃকরণে উদয় পূর্ব্বক অন্তর দগ্ধ করিত॥ইতিমধ্যে ঐ দিবস নিশীথ সময়ে তিনি এমত এক দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলেন যে দৈবাৎ তাঁহার ঐ রজনীতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে অতঃপর,তদীয় প্রিয় নারী কেপিউলেট নন্দিনী জুলি- এট যেন তথায় একাকিণী আগমন পূর্ব্বক তাঁহার নিধনাবস্থা দর্শনে অত্যন্ত শোকাবিষ্টা হইয়া তাঁহার মুখে আপন সুধাভিষিক্ত মুখচুম্বন বারম্বার প্রদানা-

এই অশুভ বার্ত্তা শ্রুত মাত্রেই রোমিও অসীম স্ত্রীবিয়োগের শোকে মর্ম্মান্তিক আহত হইয়া রোদন করতঃ বহু বিলাপ করিয়া কহিতে লাগিলেন। হায় আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে আমার মৃত্যুানন্তর প্রিয়া জুলিএট নিকটে আগমন পূর্ব্বক আমার মুখ চুম্বন দ্বারা আমাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছে। কিন্তু এইক্ষণে তাহার বিপরীত ঘটিল আমি কি সেইরূপে প্রেয়সীকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিব। হায় আর কি সে প্রেয়সীর সহিত পুনঃ প্রত্যক্ষে আমার এ বিরহ দগ্ধ হৃদয় শীতল হইবে॥ যাহা হউক অদ্য রজনীতে বেরোনায় গমন পূর্ব্বক প্রিয়ার অপরূপ রূপ একবার জন্মের সোধ নয়নের সঙ্গত করতঃ প্রিয়ার সেই সমাধি স্থলে আত্মপ্রাণ পরিত্যাগ পুরঃসর আমিও প্রিয়ার অনুগামী হইব। যেহেতুক জুলিএট বিরহে আমার এসংসারে জীবন ধারণ করাই বৃথা। কেবল চির দিন বিরহ যন্ত্রনার ও বিপুল দুঃখের ভাজন হওয়া মাত্র। অতএব এমত কোন প্রাণ নাশক দ্রব্য সমভিব্যাহারে থাকা অত্যাবশ্যক যাহাতে তাপিত প্রাণ শীঘ্র বিয়োগ হইতে পারে। কিন্তু এমত কি সামগ্রী আছে এবং তাহা আমি কোন স্থানে কি প্রকারে এইক্ষণে প্রাপ্ত হইতে পারি। এতন্নিমিত্তে রোমিও অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত চিত্তে ভাবনা করিতেং হটাৎ স্মরণ হইল যে এক

দিবস এই নগর বাসি এব সর্ব্ব দরিদ্র বণিকের সাহিত সাক্ষাৎ হইবাতে সে ব্যক্তি তাঁহার ঔদাশ্যাবস্থা দেখি য়া হটাৎ এমত কহিয়াছিল যে মহাশয় আমি আপনাকে এক দ্রব্যানুসন্ধান কহি কি জানি আপনকার কোন সময়ে আবশ্যক হইলে প্রাপ্ত হইতে না পারেন যে যদিও এই মেণ্টুয়া নগরে রাজজ্ঞা এমত প্রবন্ধ যে যে কোন বণিক কোন ব্যক্তিকে গোপনে বিষ বিক্রয় করিবেক তাহা প্রামান্য হইলে তদ্দণ্ডেই তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে। কিন্তু মহাশয় আমার জ্ঞানতঃ এক ব্যক্তি অতি দরিদ্র এই নগর মধ্যে বহুকালাবধি বাস করে সে অর্থ লোভে ঐ দ্রব্য অতি গোপনে বিক্রয় করিয়া থাকে। অতএব যদি মহাশয়ের কখন কালে সেই দ্রব্যের প্রয়োজন হয় তবে আপনি আমার নিকট আগমন করিলে আমি তাহা আপনাকে আনাইয়া দিতে পারিব। বণিকের এই কথা স্মরণ হইবা মাত্র রোমিও তৎক্ষণাৎ তদীয় উদ্দেশে নির্গত হইয়া তাহার বাস স্থানের নিদর্শনানুসারে গমন করতঃ তাহার পর্ণকুটীর সামান্য বাণিজ্য গৃহ সন্নিহিত উপনীত হইয়া দেখিলেন যে তন্মধ্যে ঐ বণিক একাকী কতিপয় ভগ্ন মৃত্তিকা পাত্রে অত্যল্প যৎসামান্য দ্রব্যাদি কেবল মাত্র অবলম্বন করিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছে। বণিককে দেখিবা মাত্র রোমিও অতি হৃষ্টান্তঃ

করণে তাহাকে স্বীয়াভিপ্রায় জানাইলেন। কিন্তু সে বণিক অতি ধূর্ত্ত এবং চতুর স্বয়ং সেই বিষ বিক্রয় করিত অধিক অর্থের প্রার্থনায় প্রথমতঃ রোমিওর নিকট অনেক চাতুরী প্রকাশ করিল। তাহাতে মাণ্টেগ নন্দন তাহার আভাষ বুঝিয়া অধিক স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কারার্থে স্বীকার করিবাতে তখন ঐ বণিক স্বীয় দরিদ্রাবস্থা প্রযুক্ত অধিক অর্থের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অবশেষে কালকুট বিষ আনয়ন পূর্ব্বক রোমিওর হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেক যে মহাশয় এই বিষ এমত অশাধারণ শক্তি ধারন করে যে ভক্ষণ মাত্রেই অতি বলবান ব্যক্তির তদ্দণ্ডে প্রাণ সংহার হয়। এই রূপে রোমিও বণিকের নিকট হইতে বিষ ক্রয় করতঃ সে স্থান হইতে অতি শীঘ্র প্রস্থান পূর্ব্বক স্বস্থানে আসিয়া আপন অশ্বরক্ষকের প্রতি ত্বরিত তুরঙ্গ সুসজ্জীভূত করিয়া আনয়নার্থ আজ্ঞা প্রদান করিলেন। আজ্ঞা মাত্র অশ্বরক্ষক অতি সুদৃশ্য পবন বেগী বাজী সাজাইয়া স্বীয় প্রভুর সমীপে আনয়ন করিবা মাত্র রোমিও তৎক্ষণাৎ তদারূঢ় হইয়া অতি বিষণ্ণ চিত্তে ঐ গরল সমভিব্যাহারে বেরোনা নগরে যাত্রা করিলেন। অনন্তর দ্বিতীয় প্রহর রজনী সময়ে রোমিও বেরোনায় উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন তমিস্রময় সর্ব্বরী তিমির শরীর বিস্তার করতঃ চরাচর সকল পদার্থকে আচ্ছন্ন করিয়াছে এবং

রাস্ত পথি মধ্যে মনুষ্যের গমনাগমন রহিত হইয়াছে। এতাবৎ দৃষ্টি করতঃ মণ্টেগ তনয় অত্যন্ত শঙ্কান্বিত হইলেন। অতঃপর সাহসকে আশ্রয় করতঃ এক কালীন কেপিউলেট দিগের সমাধি ভুমির দ্বার দেশে উপনীত হইয়া অশ্ব হইতে অবরোহণ হইলেন। এবং অশ্বরক্ষকের প্রতি অশ্বের রক্ষার্থে আজ্ঞা প্রদানানন্তর তদীয় হস্তে এক মুদিত লিপি অর্পণ করিয়া কহিলেন যে যদি দৈবাৎ আমার কোন বিপদ ঘটে তবে তুমি আমার পিতাকে এই পত্র খানি প্রদান করিও। এই কথা কহিয়া একাকী রোমিও বামকরে এক প্রজ্বলিত দীপ এবং দক্ষিণ করে একখান খনলী লৌহ অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক জুলিএটের সমাধি স্তম্ভ অন্বেষনার্থে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গমন কালীন চতুর্দ্দিকে নানাবিধ ভয়ঙ্কর উৎপাত দর্শন করিয়াও তাঁহার মনে আর কিঞ্চিম্মাত্র ভয় জন্মাইল না নির্ভয় শরীরে গমন করিতে লাগিলেন।

এখানে পেরিশ ভাবি ভার্য্যা জুলিএটের শোকে মনঃ অতি উচ্চাটন হওয়াতে সেই যামিনীতে মৃত কামিনীর সমাধিস্থান দর্শনার্থে আপন অনুচরগণ সঙ্গে ঐ প্রেত ভূমিতে উপনীত হইয়া তাহারদিগের সকলকে বহির্দ্দেশে নিভৃত স্থানে রাখিয়া একাকী জুলিএটের সমাধির স্তম্ভের সন্নিকট উপবেশন করতঃ

অশ্রু পূর্ণ নয়নে বিবিধ মর্ম্মান্তিক পরিতাপ পূর্ব্বক স্বহস্তে সুগন্ধি পুষ্প তদুপরি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। আর বারম্বার বহুতর আর্ত্তনাদ করিতেছিলেন। এমত সময়ে রোমিও তথায় উপস্থিত হইবা মাত্র পেরিশ তাহার সে রূপ সজ্জা দেখিয়া অনুভব করিলেন যে এই দুষ্ট মণ্টেগ তনয় কেপিউলেটদিগের অতি দ্বেষ্টা এবং অনিষ্টকারী. অতএব তাহাদিগের মৃত দেহ সকল স্তম্ভ হইতে খনন করিয়া উত্তোলন করতঃ অপমান প্রস্তাবস্থা করণার্থে এ রূপ সজ্জায় রাত্রি যোগে এ স্থানে আসিয়াছে। এইরূপ নিশ্চয় বোধ করিয়া পেরিশ অতিশয় ক্রোধ ভরে রোমিওকে অনেক তিরস্কার করিয়া কহিলেন। ওরে দুষ্ট মণ্টেগ তনয় তুই কেপিউলেটদিগের দ্বেষ্ট ব্যক্তি বুঝি কোন দুষ্ট অভিপ্রায়ে এ রূপ সজ্জায় এ রাত্রি কালে এখানে আসিয়াছিস্। তুই কি প্রাণের ভয় একা কালীন পরিত্যাগ পূর্ব্বক এ রূপ অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিস। যেহেতুক তুই টাইবেলটের হন্তারক তদপরাধে অপরাধী হইয়া বেরোনা হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিস্ তোর এ নগরে পুনঃ প্রবেশের রাজাজ্ঞা নাই। তোরে ধৃত করতঃ কল্য প্রাতর্নৃপ সদনে সমোচিত দণ্ড প্রাপ্ত করাইব। ইহা কহিয়া দুর্ভাগা পেরিশ রোমিওকে আক্রমণ করণের উপক্রম করি-

যাতে রোমিও একে জুলিএটের নিমিত্তে অতি শোকা-
ন্বিত ছিলেন তাহে এই অকস্মাৎ উৎপাত উপস্থিত
দেখিয়া অতিশয় জ্বলাতন হইয়া প্রথমতঃ বিদ্বেষ্টা
পেরিশকে বহুবিধ স্তুতি বিনতি পূর্ব্বক অনর্থক
বিরোধ উত্থাপন করণে নিষেধ করিলেন ; কিন্তু
পেরিশ আপন দুরদৃষ্ট প্রযুক্ত রোমিওর নিষেধ বচন
অগ্রাহ্য করতঃ তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে
বল পূর্ব্বক আকর্ষণের উদ্যোগ করিবা মাত্র রোমিও
একে প্রিয় রমণীর মোহে মোহগত ছিলেন সুতরাং
ক্রোধেন্দ্রিয় অবশ হওয়াতে আর ধৈর্য্যাবলম্বনে
অক্ষম হইয়া তৎক্ষণাৎ নিকটস্থিত স্বীয় শাণিত
খড়্গ নির্গত করতঃ তদাঘাত দ্বারা পেরিশকে টাই-
বেলটের অনুগামী করাইলেন। তখন রোমিও অতি
মাত্র উন্মাদ চিত্তে ঐ প্রজ্বলিত দীপ হস্ত হইয়া
ক্রমে তন্নিকস্থ হইলেন মনেং না জানি আমি
কাহাকে এই স্থানে পুনর্ব্বার বিনষ্ট করিলাম। কিন্তু
নিকটে যাইয়া পেরিশের প্রতি দৃষ্টি মাত্র নির্দ্দিষ্ট
জানিলেন যে আমি মেণ্টুয়া হইতে আগমন কালীন
পথিমধ্যে শ্রবণ করিয়াছিলাম যে এই হত ভাগ্য
পেরিশের সহিত আমার প্রিয়া জুলিএটের পুনর্ব্বার
বিবাহ কল্পনা হইয়াছিল। হায় তোমার কি দুরদৃষ্ট
বিবাহ কল্পনায় জুলিএট স্বীয় প্রাণ ত্যাগ পূর্ব্বক

তোমাকে পরিত্যাগ করিল। হায় পরিশেষে তুমিও আমার হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিলে। যাহা হউক আমি এইক্ষণে তোমার এই চরম দশায় তোমাকে জুলিএটের সমাধি স্থলে একত্রে সংস্থাপিত করতঃ তোমার চির বাঞ্ছিত অভিলাষ পরিপূর্ণ করিব। এই সকল বাক্যান্তরে রোমিও অতিসত্বর হইয়া জুলিএ-টের সমাধির স্তম্ভ খনন করিতে আরম্ভ করিলেন খনন করিতেং জুলিএটের কম্পিত মৃত কায় তন্মধ্যে দৃষ্ট মাত্র রোমিও শোকে মোহিত হইলেন। অপি-কন্তু তদীয় লোকাতীত মাধুর্য্যের অঙ্গ সৌন্দর্য্যের এবং নিষ্কলঙ্ক মুখ শশীর কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই অবলোকনে একেবারে চমৎকৃত হইয়া নয়নের পলক নিঃশরণে অপারক হইয়া বিস্ময়ান্বিত চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন। যে পঞ্চভূত ময় দেহ প্রাণ শূন্য হইলে পর তাহার কদাপি সমভাব থাকে না অবশ্য ভাবান্তর প্রাপ্ত হয় কিন্তু প্রিয়ার অসীম রূপ লাবণ্যের কিছুই ব্যত্যয় দেখি নাই সকলি পূর্ব্ব রূপ আছে। যেন শুধাংশু রাহু ভয়ে গগণ শূন্য করতঃ ভূতলে আসিয়া লুক্কায়িত রহিয়াছেন। অথবা বুঝি কাল রূপী শমন আমাকে বঞ্চিং করিয়া আপনি প্রিয়ার অপরূপ রূপ দর্শনে মোহিত হইয়াছে। অত-এব প্রেয়সীকে সর্ব্বক্ষণ অবলোকন করণাশয়ে কৌ-

শলে সম রূপাবস্থায় রাখিয়াছে ; কিম্বা প্রিয়া বুঝি নিদ্রিতাবস্থায় আছে। ইহা বিবেচনা করিয়া রোমিও স্বীয় প্রিয় রমণীর স্মিতঃযুক্ত সুন্দরাস্য বারম্বার চুম্বন করতঃ প্রিয়েঃ রবে সঘনে অতিকাতর বাক্যে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখ জুলিএটের পুনশ্চেতন প্রাপ্ত হইবার অত্যল্প কাল মাত্র বিলম্ব ছিল। ফলতঃ রোমিও তৎকালাবধি ধৈর্য্যাবলম্বন করতঃ অপেক্ষা করিলে অবশ্য অচিরাৎ স্বীয় নারী প্রাপ্ত হইয়া আপনিও রক্ষা পাইতেন। কিন্তু হায় স্বীয় দুরদৃষ্ট বশতঃ তাহাতে অধৈর্য্য হইয়া জুলিএটের যথার্থ মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া তজ্জন্য অশেষ প্রকার বিলাপ করতঃ জুলিএটের মুখ শশী পুনর্ব্বার বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্ত্রী বিয়োগের বিপুল শোক সিন্ধু হৃদয়ে উথলন হইবাতে আর অধিক কাল শোক সম্বরণের শক্তি শূন্য হইয়া তখন অশ্রু পূর্ণ লোচনে জুলিএটের সন্নিধানে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার আনিত যে বিষ আপন বদনে প্রদান করিলেন। কালকূট গরল গলাধঃকরণ হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপন হইয়া তাহাকে ক্রমে স্পন্দ রহিত করিয়া কাল নিদ্রায় নিদ্রিত করাইল।

এখানে লারেন্স প্রকারান্তরে শ্রবণ করিলেন যে

তিনি মেণ্টুয়া নগরে যে দূত পাঠাইয়াছিলেন সে কোন দৈব বিপাকে তথায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। ইহা শ্রুত মাত্র লারেন্স অতিমাত্র উদ্বিগ্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে এতাবদ্বৃত্তান্ত কিছুই রোমিওর গোচর হইল না এবং জুলিএটের পুনশ্চেতন প্রাপ্ত হওনের এই প্রাক্কাল হইল এক্ষণে তাহার কি উপায় করি। আপনি তথায় গমন পূর্ব্বক সে কামিনীর পরিত্রাণ না করিলে সুতরাং নারী বধ হইবে এমত বিবেচনায় তিনি তৎক্ষণাৎ স্বয়ং একখান খননীয় অস্ত্র এবং এক প্রজ্বলিত দীপ স্বহস্তে ধারণ পূর্ব্বক একাকী জুলিএটের উদ্ধারার্থে নিঃশ্বরণ হইলেন। এবং সত্বর কেপিউলেটদিগের সমাধি ভূমির সন্নিকটস্থ হইয়া দূর হইতে তন্মধ্যে এক প্রজ্বলিত আলোক দৃষ্টি মাত্র অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ক্রমে সভয় চিত্তে জুলিএটের সমাধির স্তম্ভের নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন জুলিএটের পার্শ্বে রোমিওর মৃত দেহ এবং তৎপশ্চাদ্ভাগে পেরিশের মৃত শরীর এবং এখান সরক্ত খড়্গ পতিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে অত্যন্ত চমৎকৃত ও হত বুদ্ধি হইয়া অতিমাত্র ভয়ে গাত্র কম্পবান হইল। কিন্তু তৎসবিশেষ কিছুই অনুভাবিত না হওয়াতে সবিস্ময় চিত্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া ভাবিতে লাগিলেন। যে এমত অসম্ভব সর্ব্বনাশ কি রূপে ঘটিল।

ইতোমধ্যে কেপিউলেট ভুহিতা যেমন নিদ্রাবস্থা হইতে নিদ্রা শূন্য প্রায় পুনশ্চেতন প্রাপ্ত। হইবা মাত্র আচম্বিত প্রেত ভূমি দর্শনে প্রথমতঃ অন্তঃকরণে অতি মাত্র ভীতা হইলেন। কিন্তু সন্নিকট লারেন্সের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র তিনি তথায় তদবস্থায় যে নিমিত্তে আছেন সমুদায় বিলক্ষণ স্মরণ হইবাতে মনের সকল শঙ্কা দূর হইল। তখন জুলিএট লারেন্সকে মৃদু মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন। “আমার প্রিয় নাথ রোমিও কোথায় ত্বরায় তাঁহার সহিত সন্দর্শন করাইয়া আমার জীবন শূন্য দেহে পুনর্জীবন প্রদান করুন”। লারেন্স জুলিএটের বাক্যে কি উত্তর প্রদান করিবেন ভাবিয়া নিরুত্তর হইলেন। কিন্তু জুলিএট তাঁহাকে ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক পুনঃ২ ঐ রূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন তিনি আর অধিক কাল গোপনে রাখিতে না পারিয়া পরিশেষে ব্যক্ত করিয়া কহিলেন। ও কেপিউলেট নন্দিনী উঠিয়া আপন পশ্চাদ্ভাগে অবলোকন কর কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। ইহা শ্রবণ মাত্র জুলিএট তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পশ্চাদ্ভাগে ফিরিয়া দেখেন যে প্রিয় পতি যেন অতি দীনের ন্যায় জীবন হীন উত্তান নয়নে মৃত্তিকা শয্যাগত হইয়া রহিয়াছেন। স্বীয় স্বামির ঈদৃশী দুর্গতি দৃষ্টিমাত্র যুবতী যেন উন্মত্তা প্রায় শিরে

করাঘাত পূর্ব্বক হা নাথ প্রাণনাথ বলিয়া মৃত পতির উপরে পতিতা হইয়া হাহাকার ধ্বনিতে রোদন করিতে লাগিলেন । এবং ক্ষণেক বিচেতন ক্ষণেক চেতন প্রাপ্ত হইয়া মৃত পতির বদনে বদন প্রদানান্তর অশেষ প্রকার পরিতাপ করিতে লাগিলেন । জুলিএটের এতাদৃক মোহজনক বিলাপ শ্রবণে লারেন্স মোহ প্রাপ্ত হইয়া কামিনীর প্রবোধার্থে নানা প্রকার প্রবোধ বচনে বুঝাইতে লাগিলেন । ইত্যবসরে দেখ যে সময়ে রোমিও পেরিশকে খড়্গাঘাতে নিধন করিলেন সেই কালে পেরিশের অনুচরগণ নিভৃতালয়ে থাকিয়া তাহা দৃষ্ট করতঃ তৎক্ষণাৎ নগরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ঐ বিষম বৃত্তান্ত রাজ প্রহরী গণের কর্ণ গোচর করিলে পর নগরের মধ্যে সেই নিশীথ সময়ে এমত এক মহা জনরব উঠিল যে সেই কোলাহল শব্দে নগরাধিপতির এবং মণ্টেগ ও কেপিলেট পরিবার প্রভৃতি নগরবাসি যাবদীয় ব্যক্তির নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে সকলেই অকস্মাৎ পরমাদ্ভূত জনরব শ্রবণে অত্যন্ত বিস্ময়াম্বিত হইলেন । পরে ক্রমে সকলেই স্ব স্ব বাটীর বহির্দেশে গমন করতঃ ঐ হন্তব্য বিষয়ের সবিশেষ অবগত হইয়া চমৎকৃত বোধ করিলেন । কিন্তু মণ্টেগ পরিবারস্থ সকলে ইহা শ্রবণ মাত্র রোমিওকে পুনর্ব্বার হত্যাপরাধে বিপদাপন্ন জানিয়া অধি-

কাংশ উদ্বিগ্ন এবং শোকান্বিত হইলেন। অনন্তর নরপতি ইহার বিশেষ তথ্যানুসন্ধান করণার্থ স্বীয় দল বল সঙ্গে তথায় গমন করিলেন। মন্টেগ এবং কেপি-উলেট সপরিবার ও অন্যান্য নগরীয় ব্যক্তি সকলে রাজার অনুগামী হইলেন। অবিলম্বে সকলে ঐ সমাধি ভূমির দ্বার দেশে উপস্থিত হইবা মাত্র তথায় সুতরাং বিপরীত জনরব উৎপত্তি হইল। এমত সময়ে লারেন্স জুলিএটকে শান্তনা করিতে ছিলেন। অকস্মাৎ অনতি দূরে কোলাহল ধ্বনি শ্রবণ পথি প্রবেশ মাত্র নিকট শঙ্কট জানিয়া অতিমাত্র ভয়ে কেপিউলেট নন্দিনীকে একাকিনী সেই স্থানে তদবস্থায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

তখন জুলিএট একে পতি বিয়োগের বিপুল শোকে অতি শোকান্বিতা উন্মত্ত প্রায় রোদন করিতে ছিলেন হটাৎ লারেন্সের পলায়নে নিকট শঙ্কট উপস্থিত জানিয়া বিষম শঙ্কটাপন্না প্রযুক্ত কামিনী একাকিনী নিরুপায়ে অবশেষে আত্ম ঘাতিনী হওনে নিশ্চিত করিলেন। কিন্তু কি রূপে তাপিত প্রান শীঘ্র বিয়োগ করিবেন ভাবিয়া অস্থিরা হইলেন। পরিশেষে হটাৎ স্বীয় পতির হস্তে ঐ বিষাধার পাত্র দৃষ্ট পাত হইবা মাত্র নিশ্চয় করিলেন যে এই পাত্রে অবশ্য বিষ ছিল তদ্ভক্ষণ দ্বারা প্রাণ নাথ আমার নিমিত্তেই আত্ম প্রাণ বিয়োগ করিয়াছেন। অতএব আমিও এই বিষ

ভক্ষণে এইক্ষণে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণ নাথের অনুগামিনী হইব। এমত নিশ্চয় করতঃ জুলিএট তৎ-ক্ষণাৎ স্বামীর হস্ত হইতে ঐ পাত্র গ্রহণ করিয়া দেখি-লেন যে তন্মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র ও অবশিষ্ট নাই সমুদয় প্রিয় নাথ ভক্ষণ করতঃ মায়াময় দেহ পরিত্যাগ করি-য়াছেন। অতঃপর নারী বিবেচনা করিলেন বুঝি প্রাণ নাথের জিহ্বাগ্রে কিছু শেষাংশ অবশ্য সংলগ্ন থাকিবেক তদবলেহনে অবশ্য আমার জীবন নিধন হইতে পারিবে। এ রূপ অববোধে কামিনী অবো-ধের প্রায় পতির বদনে বারম্বার আপন বদন প্রদানা-নন্তর দেখিলেন যে তাহাতেও বিষাভাব প্রযুক্ত কঠিন প্রাণ বিয়োগ হইল না কিন্তু ঐ জনতার ধ্বনি ক্রমেং অতি নিকটাগত শ্রবণ করতঃ জুলিএট অপ-কলঙ্ক এবং অবলজ্জা ভয় প্রযুক্ত দুর্ণীত জীবন নাশের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া অবশেষে অতি ব্যস্ত সমস্ত পূর্ব্বক আপন নিকটস্থিত ক্ষুদ্র শাণিত অসি নির্গত করতঃ তদাঘাত দ্বারা আত্ম প্রাণ সংহার করণানন্তর প্রিয় পতির পার্শ্বে পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া শয়ন করিলেন।

এখানে লারেন্স জুলিএটকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যেমন পলায়ন করিতেছিলেন দৈবাৎ সতর্ক রাজ প্রহরী গণের দৃষ্টি পথে পতিত হইবা মাত্র তাহারা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ধৃত করতঃ প্রতি বন্ধন করিল। অতঃপর

তদীয় প্রদর্শনানুসারে সকলে একত্র জুলিএটের সমাধির স্তম্ভের সন্নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন মৃত জুলিএটের পার্শ্বে কৌণ্ট পেরিশের এবং মণ্টেগ নন্দন রোমিওর মৃত দেহ পতিত রহিয়াছে। এই পরমাদ্ভুত হত্যা দর্শনে সকলে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রোমিওর দৈবাত্মহত্যা দর্শনে তদীয় পিতা বৃদ্ধ মণ্টেগ পতি প্রাচীনাবস্থায় প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্র শোকে অস্থির হইলেন। তিনি মৃত পুত্রকে ক্রোড়ে তুলিয়া অশ্রু জলে তাহাকে স্নাত করাইলেন; এবং অশেষ প্রকার মোহ জনক বিলাপ এবং পরিতাপ করিতে লাগিলেন। এবং বৃদ্ধ কেপিউলেট পতি মৃত প্রিয় পুত্রীকে পুনর্ব্বার দেখিবামাত্র তাঁহার অপার শোক সিন্ধু উথলন হইলাতে তিনিও অতি কাতর পূর্ব্বক রোদন করিয়া বহুতর আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এমত শোক জনক দৃশ্য দর্শনে তত্রস্থ ব্যক্তি সকলের মোহ জন্মাইলে পর তত্তাবতেই বহু দুঃখ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দণ্ডধর এই অলৌকিক প্রাণি সকল হত্যা বিষয়ের সবিশেষ অবগত হইবার কারণ ঋত্বিক লারেন্সকে সমীপে ডাকিয়া তদন্ত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন। তুমি এই সকল প্রাণি হত্যার গুহ্য বৃত্তান্ত অবশ্য জ্ঞাত আছ অতএব অকপটে আমার নিকট তৎসমুদয় অবিরল করিয়া তাবতের সন্দেহ ভঞ্জন

কর। তখন লারেন্স রোমিও এবং জুলিএটের গোপন বিবাহ অবধি যেং তিরোহিত বৃত্তান্ত তিনি জানিতেন পরে পেরিশকে ও রোমিওকে যেরূপ মৃতাবস্থায় তিনি তথায় আসিয়া দেখিয়াছিলেন পরে যে রূপে জুলিএটের পুনশ্চেতন হইল তত্তাবৎ রাজ সমীপে আবেদন করিলেন। পরিশেষে তিনি কহিলেন যে মহারাজ আমি রোমিওর জ্ঞাপনার্থে যে লিপি মেণ্টুয়া নগরে প্রেরণ করিয়াছিলাম বুঝি মণ্টেগ তনয় তাহা প্রাপ্ত হয়েন নাই। তন্নিমিত্তে এ রূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু মহারাজ কি দৈব ঘটনায় ঐ পত্র তন্নিকট পঁহুছিতে পারে নাই তৎসবিশেষ আমি কিছুই অবগত নহি। অতঃপর রোমিও যে রূপে পেরিশকে বিনাশ করিয়াছিলেন তাহা ঐ পেরিশের অনুচরগণ কর্ত্তৃক স্পষ্ট রূপে বিদিত হইল। পরে মেণ্টুয়া নগর হইতে রোমিওর সহিত যে অশ্ব রক্ষক আসিয়াছিল সে যাহাং জানিত সমুদয় নৃপ সমীপে অঞ্জলি হস্ত হইয়া নিবেদন করিল। এবং তাহার নিকট রোমিও আপন পিতাকে সবিশেষ বিদিত করণার্থে যে লিপি রাখিয়াছিলেন সে তখন তাঁহার পিতার হস্তে প্রদান করিলে পর তৎপঠনে লারেন্স যে রূপে জুলিএটের উদ্বাহ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন এবং রোমিও আত্ম হত্যার কারণ মেণ্টুয়া নগরে বণিকের নিকট যে রূপে বিষ ক্রয় করিয়া

আময়ন করিয়াছিলেন সমস্ত স্পষ্ট রূপে বিদিত হই-য়াতে তখন সকলের এমত নিশ্চয় বোধ হইল যে সেই হলাহল ভক্ষণ দ্বারা মণ্টেগ পুত্র নিধন হই-য়াছে। এবম্প্রকারে লারেন্সের সমুদয় বাক্য রাজ বিচারে ঐ পত্রের দ্বারা বিশেষ রূপে সর্ব্ব সম্মুখে প্রতিপন্ন হইলে পর তিনি সর্ব্ব সন্দেহ এবং অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইলেন।

নরপতি এই সকল সবিশেষ শ্রবণ করতঃ অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া বিবেচনা করিলেন যে এই সকল প্রাণি হত্যার মূলীভূত কেবল কেপিউলেট এবং মণ্টেগদিগের বিসম্বাদ মাত্র। নতুবা এমত দুর্ঘটনা কদাপি ঘটিত না। পরে তিনি অতি ক্রোধভরে বৃদ্ধ কেপিউলেট এবং মণ্টেগ পতির প্রতি অনেক ভৎ-সনা পূর্ব্বক কহিলেন। দেখ তোমাদিগের ক্রূর দ্বেষাদ্বেষ প্রযুক্ত তোমাদিগের এমত সর্ব্বনাশ ঘটি-য়াছে। ইহা কেবল তোমাদিগের আপনাপন দোষে-পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সমোচিত দণ্ড মাত্র জানিবে। রাজার এতদ্রূপ তিরস্কার শ্রবণে তাঁহারা অতি লজ্জিত হইয়া আপনাপন জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। এবং তখন আপনাপন দোষের বহুতর অনুতাপ করণান-ন্তর তদবধি পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সেই প্রাচীন বিসম্বাদ আপনাপন মৃত পুত্র এবং পুত্রীর সহিত তাহাদিগের মৃত স্থানে স্থাপিত করিলেন। বৃদ্ধ কেপিউলেট

এবং মণ্টেগ প্রতি সকল শোক দুঃখ সম্বরণ এবং বিস্মরণ পূর্ব্বক রোমিও এবং জুলিএটের বিবাহ সম্পর্ক অবলম্বনে উভয়ে ভ্রাতৃ সম্বন্ধ করণানন্তর পরস্পর প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিলেন। পরে চির স্মরণ জন্য তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাপন জামতা বধুর সমাধির স্তম্ভোপরি তাহাদিগের অতি অপূর্ব্ব স্বর্ণ নির্ম্মিত এক২ প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপন করিলেন। এইরূপে উভয় পরিবার ঐক্যতা পূর্ব্বক তৎকালাবধি পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। দেখ যে মণ্টেগ এবং কেপিউলেট পরিবারের ঐক্যতার জন্য নগরস্থ অনেকেই ইতিপূর্ব্বে অনেক যত্ন করিয়াছিলেন তথাচ তাঁহাদিগের গুরুতর চিত্তভেদ কেহ কোন ক্রমে ভঞ্জন করিতে পারেন নাই কিন্তু কি আশ্চর্য্য পরিশেষে উভয় বংশের অমূল্য রত্ন তনয় তনয়াকে কৃতান্তের করাল গ্রাসে সমর্পণানন্তর স্ব২ বিবাদ বিসম্বাদ এক কালীন অন্তর করত মেলন করিলেন। হায় কি দুঃখের বিষয় এই যদি রোমিও এবং জুলিএট এমত নিগূঢ় নব প্রেমে দম্পতি উভয়ে জীবদ্দশায় থাকিয়া এ রূপ ঐক্যতা সৃজন হইত তবে চির দিন কি আনন্দ এবং সুখজনক হইত।

সমাপ্তঃ।